ঢাকা অ্যাডভেন্টিস্ট প্রি-সেমিনারী অ্যান্ড স্কুল
১ম সাময়িক, ক্লাস নোট- ২০২১
৪র্থ শ্রেণি

বিষয়ঃ বাংলা, (নেন্সি মিসঃ 01674412462)

বাংলাদেশের প্রকৃতি

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঋতু আসে-যায়?

উত্তরঃ বাংলাদেশে বছরে ছয়টি ঋতু আসে-যায়।

খ. বছরের বারো মাসের নাম বলি এবং লিখি।

উত্তরঃ বছরের বারো মাসের নাম হলো-

১. বৈশাখ, ২. জ্যৈষ্ঠ, ৩. আষাঢ়, ৪. শ্রাবণ,
৫. ভাদ্র, ৬. আশ্বিন, ৭. কার্তিক, ৮. অগ্রহায়ণ,
৯. পৌষ, ১০.মাঘ, ১১. ফাল্গুন, ১২. চৈত্র।

গ. কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন ঋতু হয়? বলি এবং লিখি।

উত্তরঃ বাংলাদেশে দুটো মাস নিয়ে একেকটি ঋতু হয়। ছকে তা দেখানো হলো-

মাসের নাম	ঋতুর নাম
বৈশাখ, জৈষ্ঠ	গ্রীষ্ম
আষাঢ়, শ্রাবণ	বর্ষা
ভাদ্র, আশ্বিন	শরৎ
কার্তিক, অগ্রহায়ণ	হেমন্ত
পৌষ, মাঘ	শীত
ফাল্গুন, চৈত্র	বসন্ত

ঘ. আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঋতুর তুলনা করি।

উত্তরঃ আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঋতুর তুলনা এ রকম-

বর্ষা ঋতু	শীত ঋতু
১. বর্ষার আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে।	১. শীতকালের আকাশ মেঘমুক্ত থাকে।
২. বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।	২. শীতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে।
৩. বৃষ্টির পানিতে নদী-নালা, খাল-বিল ভরে যায়।	৩. নদী-নালা, খাল-বিলের পানি একেবারে কমে যায়।
৪. বৃষ্টির দিনগুলোতে প্রায় সারাদিন সূর্যের আলো দেখা যায় না।	৪. সকালবেলা চারদিক কুয়াশায় ঢেকে থাকে।
৫. অতিরিক্ত বর্ষায় বন্যা হয়।	৫. মাঝেমাঝে হাড় কাঁপানো শীত পড়ে।

ঙ. কোন ঋতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই

উত্তরঃ ছয়টি ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু আমার বেশি পছন্দ। পছন্দের কারণ: বৃষ্টির কথা মনে পড়তেই আমার ভালো লাগে। বর্ষাকালে কখনো বৃষ্টি পড়ে ঝিরঝির করে, আবার কখনো মুষলধারে। মাঠ-ঘাট, নদী-নালা পানিতে ভরে যায়। এ সময় বাসার সবার সাথে গল্প করতে ও মজার মজার খাবার খেতে আমার খুব ভালো লাগে। এছাড়া আমার পছন্দের কদমফুল বর্ষাকালেই ফোটে। এসব কারণে বর্ষা ঋতুই আমার বেশি পছন্দের।

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. আমাদের দেশ **ষড়ঋতুর** দেশ।
খ. গ্রীষ্মকে বলা হয় **মধুমাস**।
গ. বর্ষায় ফোটে **কদম, কেয়া ও আরও** নানা ফুল।
ঘ. হেমন্ত **সোনালি ধানের** ঋতু।
ঙ. শীতকালে **উত্তুরে** হাওয়া বয়।

৫. নিচের ছকের খালি ঘরে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঋতুর নাম লিখি।

মাসের নাম	ঋতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	বর্ষা
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়	শরৎ
রৌদ্রের অসহ্য তাপ	গ্রীষ্ম
এই ঋতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরী হয় নানা পিঠাপুলি	শীত
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে	হেমন্ত
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা	বসন্ত

৭. কর্ম অনুশীলন:

আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

উত্তরঃ আমি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের বাড়িটি নদীর ধারে। নানারকম গাছপালা ঘিরে রেখেছে আমাদের ছোট্ট বাড়িটিকে। এসব গাছের মধ্যে ফুল ও ফলের গাছই বেশি। গ্রীষ্মকালে জারুল, বর্ষায় কদম, শরতে শিউলি আর শীতকালে গাঁদা ফুল ফোটে। কখনো আমের মুকুলে ভরে যায় গাছ, কখনো বাতাবি লেবুর ফুল ফোটে। আবার কখনো কাশফুলে সাদা হয়ে ওঠে নদীর তীর। হেমন্তে পাকা ফসলের হাসিতে আমি অভিভূত হই। বসন্তে কোকিল আর সারা বছর নানারকম পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে।

পালকির গান

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সকালে পূর্ব **গগনে** সূর্য ওঠে।
খ. শিশুরা বাড়ির উঠানে **আদুল** গায়ে খেলা করছে।
গ. **পাটার** উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।
ঘ. **ময়রা** মনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।
ঙ. হাটের শেষে **হাটুরেরা** বাড়ি ফিরছেন।
চ. খোকা **দুধের চাঁছি** খেতে ভালোবাসে।
ছ. **পালকি** চড়ে বউ নাইওরে যান।

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে।
উত্তর: দুপুরের রোদে গরম আর ক্লান্তিতে পালকির বেহারাদের অবস্থা খুব খারাপ। তাদের শরীর কাঁপছে এবং মনে হচ্ছে এখনই বুঝি পড়ে যাবে।

খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?
উত্তর: পাটায় বসে ময়রা চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছেন।

গ. হাটুরে কোথায় যাচ্ছে?
উত্তর: হাটুরে হাটের শেষে দুপুরের প্রচন্ড রোদে ক্লান্ত হয়ে রুক্ষ বেশে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন।

ঘ. কুকুরগুলো ধুঁকছে কেন?
উত্তর: দুপুরের প্রচন্ড রোদে ক্লান্ত হয়ে কুকুরগুলো ধুঁকছে।

১০ নং এর খ. কবিতাংশটির মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখো।
উত্তর: দুপুরবেলা হাটুরে রুক্ষ ও ক্লান্ত হয়ে বেশে বাড়ি ফিরছে। দুপুরের গরমে কেনাবেচা করে তাদের এ অবস্থা হয়েছে। কেবল মানুষই নয় পশুদের অবস্থাও একই রকম। পথের কুকুর ক্লান্ত হয়ে ধুঁকছে। গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামীন প্রকৃতিতে এক ধরনের বিষন্ন রূপ ফুটে উঠেছে।

বড় রাজা ছোট রাজা

২. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সমস্ত ছোট রাজ্য জয় করে রাজা **রাজসিংহাসনে** বসলেন।
খ. রাজার খামখেয়ালিতে মন্ত্রী **ফাঁপরে** পড়লেন।
গ. রাজা **দিগ্‌বিজয়** করে এসেছেন।
ঘ. শিকারের খোঁজে রাজা **অন্যত্র** যাচ্ছেন।
ঙ. রাজ্য জয়ের আনন্দে চারিদিকে **জয়ঢাক** বাজছে।
চ. রাজা **আন্দাজ** করলেন ছোট রাজা পালিয়ে যেতে পারেন।

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. রড় রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
উত্তর: রড় রাজা ছিলেন রাজ্যলোভী। তাই তিনি সব রাজ্য জয় করতে চাইলেন। এজন্য তিনি মস্ত মস্ত হাতি- ঘোড়াসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাজ্য জয় করতে বের হলেন।

খ. বড় রাজা ছোট রাজার ওপর রেগে গেলেন কেন?
উত্তর: যুদ্ধের মাঝে বড় রাজা ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোট রাজা জানালেন ছোট আর-বড়তে সন্ধি হয় না। এটা শুনে বড় রাজা রেগে গেলেন।

গ. বড় রাজা কেন ছোট রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
উত্তর: ছোট রাজার রাজত্ব এত ছোট যে তা চোখের আড়ালে থাকে। সেখানে প্রবেশ করা খুব কঠিন। তাই বড় রাজা ছোট রাজ্য জয় করতে পারলেন না।

ঘ. বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
উত্তর: বড় রাজা মন্ত্রী, সেনাপতি ও মস্ত মস্ত হাতি- ঘোড়াসহ বিশাল বাহিনী নিয়েও ছোট রাজ্য জয় করতে পারেননি। তাই বড় রাজা ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন।

ঙ. বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?
উত্তর: বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে ছোট রাজাকে আমার বেশি পছন্দ। কেননা, ছোট রাজা সাধারণ মানুষের সাজে চলতেন। তিনি তাঁর ছোট্ট রাজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট। তিনি বিনা কারণে যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। তাঁর কোনো লোভ ছিল না।

বাংলার খোকা

২. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক **নিবিড়** হওয়াই ভালো।
খ. ছেলের **আবদার** শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।
গ. **উদারতা** মানুষকে মহান করে।
ঘ. নাটকটি দেখে আমি **মুগ্ধ** হয়েছি।
ঙ. ছোট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক **দরদ**।
চ. বাস দুর্ঘটনার **করুণ** দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।
ছ. সামান্য কারণেই **হতাশ** হওয়া ঠিক নয়।
জ. আমাদের **জেলা** সব দিক থেকে সমৃদ্ধ।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?
উত্তর: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ খোকার জন্ম হয়।

খ. বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?
উত্তর: খোকা বন্ধুদের বাসায় নিয়ে এসে মায়ের কাছে তাদেরকে খেতে দেওয়ার জন্য আবদার করত।

গ. বৃদ্ধ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?
উত্তর: বৃদ্ধ মহিলা পথের ধারে গাছের নিচে বসে শীতে কাঁপছিল। খোকা নিজের গায়ের চাদরটি দিয়ে তাকে সাহায্য করে।

ঘ. খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?
উত্তর: খোকার এক গরিব বন্ধুর ছাতা ছিল না। বন্ধুকে ছাতা দিয়ে খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছিল।

ঙ. কে স্বাধীনতার ডাক দেন?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন।

৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন-এমন দুটি ঘটনার কথা খাতায় লিখি।
উত্তর: ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলায় গরিব বন্ধুকে নিজের ছাতাটি দিয়ে নিজে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরেছিলেন। তিনি যখন গরিব বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন তখন তাঁর মা আনন্দের সঙ্গে সেই বন্ধুদের খেতে দিতেন।
২. একবার শীতকালে পথের ধারে গাছের নিচে এক গরিব বুড়ি শীতে খুব কাঁপছিল। তিনি নিজের গায়ের চাদর সেই গরিব বুড়ির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে এসেছিলেন।

৮. কর্ম- অনুশীলন:
খোকা গরিব -দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য কে কী করতে পারি তা লিখি।
উত্তর: খোকা গরিব -দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য অনেক কিছু করতে পারি। মাঝে মাঝে টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে গরিব শিশুদের খাবার কিনে দিতে পারি। পুরানো জামা-কাপড় ফেলে না দিয়ে গরিব মানুষদের দিয়ে দিতে পারি। আবার শীতকালে বন্ধুরা মিলে চাঁদা তুলে গরিব মানুষদেরকে শীতের কাপড় কিনে দিতে পারি।

<u>মুক্তির ছড়া</u>

**** মুক্তির ছড়া কবিতাটির মূলভাব লেখ।**
উত্তর: মুক্তির ছড়া ছড়াটিতে দেশের প্রতি মমতা ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতিতে দেখা যায়, নানারঙের সমাহার। একসময় বাংলাদেশ ছিল পরাধীন। সে সময় এ দেশের মানুষ অনেক দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দেন হাজারো মুক্তিযোদ্ধা। তাই বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের ভালোবাসা ও গর্বের শেষ নেই।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।
ক. আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয় কেন?
উত্তর: বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। এর রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। একসময় আমাদের দেশ প্রচুর সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, আর নদীতে

প্রচুর রুপালি ইলিশ ছিল। এসব কারণে আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয়।

খ. এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?
উত্তর: অপরূপ সৌন্দর্যের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। আমাদের এদেশ প্রকৃতির নানা রঙে সাজানো। প্রকৃতির এই সাজানো রূপ আমরা দেখতে পাই সবুজ শস্যে ভরা আমাদের মাঠ, পাটের সোনালি আঁশে। কখনো কখনো আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রূপালি ইলিশ।

গ. 'আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর: বাংলাদেশ **১৯৭১** সালের আগে পরাধীন ছিল। আমাদের এই সুন্দর দেশটির প্রতি বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর লোভ ছিল। তারা আমাদের নানাভাবে শোষণ করেছে। এদেশের মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই কবির কাছে মনে হয়েছে আমরা বারবার মৃত্যুবরণ করেছি।

ঘ. নবীন যাত্রী কারা?
উত্তর: কবি শিশুদের নবীন যাত্রী বলেছেন। পৃথিবীতে শিশুদের আগমন ঘটে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। তাদের চোখর সামনে অনকে স্বপ্ন। শিশুরাই সমাজকে একদিন পরিবর্তন করবে। তাই এই নতুন শিশুরাই নবীন যাত্রী। য

ঙ. এ দেশ মুক্তিপাগলদের।- সেই মুক্তিপাগল কারা?
উত্তর: পাকিস্তানিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একপর্যায়ে মানুষ রূখে দাঁড়িয়েছিল। এ দেশ মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিপাগল বলতে কবি সেইসব মুক্তিযোদ্ধাকে বুঝিয়েছেন।

৪. শূন্যস্থান পূরণ কর।
ক. **<u>সবুজ সোনালি</u>** ফিরোজা রুপালি রূপের নেই তো শেষ।
খ. **<u>নবীন যাত্রী</u>** তোমাকে শোনাই ছড়া।
গ. এদেশ **<u>আমার</u>** এদেশ **<u>তোমার</u>** সবিশেষ **<u>মুজিবের</u>** ।

৬. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।
১. বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।
২. এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরপুর।
৩. এ দেশের প্রকৃতি অনেক বিচিত্র ও সুন্দর।
৪. বাংলাদেশের নদীতে আছে রূপালি ইলিশ।
৫. ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

আজকে আমার ছুটি চাই

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি

ক. শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?

উত্তর: শাহীনের ছোট বোনের অসুখ করেছিল। তার বাবাও বাড়িতে ছিলেন না। তাই স্কুলে যেতে না পারায় শাহীন চিঠি লিখেছিল।

খ. শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?

উত্তর: শাহীন চিঠি লিখেছিল দুজনের কাছে। একজন তার শ্রেণিশিক্ষক জনাব লতিফ সাহেবকে, অন্যজন শাহীনের ক্লাসের বন্ধু শেখরকে।

গ. বন্ধু শেখরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?

উত্তর: বন্ধু শেখরকে শাহীন চিঠি লিখেছিল লতিফ স্যারকে লেখা চিঠিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এছাড়া স্কুলের সব পড়া ভালো করে বুঝে ও লিখে নিয়ে আসার জন্য। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে খেলার বইটি নিয়ে আসার জন্যও চিঠি লিখেছিল।

ঘ. চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর: চিঠি লেখার ফলে শাহীন ও তার জরুরি কাজ ও সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল।

ঙ. চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর: চিঠিতে সাধারণত ৬টি অংশ থাকে। এগুলো হলো-

1. **যেখান থেকে চিঠিটি লেখা হচ্ছে সেখানকার ঠিকানা ও চিঠি লেখার তারিখ;**
2. **সম্বোধন বা সম্ভাষণ;**
3. **মূলবক্তব্য;**
4. **বিদায় সম্ভাষণ;**
5. **প্রেরকের নাম ও ঠিকানা;**
6. **প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।**

বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য বীরশ্রেষ্ঠরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন।

খ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন- বর্ণনা করি।

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণ করবেন। সিদ্ধান অনুযায়ী তিনি পাকিস্তান ও ভারতের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করে ভারতে এসে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলেন। এভাবে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গ. যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

উত্তর: পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মতিউর রহমান পাকিস্তানি বৈমানিক মিনহাজ রশিদের কাছ থেকে নিজেই যুদ্ধ বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলেন। এ নিয়ে বিমানের মধ্যে মিনহাজের সঙ্গে মতিউরের ধস্তাধস্তি শুরু হলে বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায় বিধ্বস্ত হয় । বিধ্বস্ত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মতিউর রহমানের প্রাণহীন দেহ।

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

উত্তর: কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখল করার নেতৃত্বে ছিলেন সিপাহি হামিদুর রহমান। তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে তিনি রাতের আঁধারে শত্রু শিবিরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। এ সময় মাটিতে পুঁতে রাখা একটি মাইন বিস্ফোরিত হলে পাকিস্তানি সেনারা সতর্ক হয়ে যায়। হামিদুর রহমানের দলে শুধু একটি রাইফেল আর দুটো গ্রেনেড ছিল। নির্ভুল নিশানায় তিনি প্রথম গ্রেনেডটা ছুড়ে শত্রুর আক্রমণকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছোড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে তাঁর গায়ে লাগে। তখনই শহিদ হন অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধা হামিদুর রহমান।

ঙ. এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা- ব্যাখ্যা করি।

উত্তর: **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া বীরশ্রেষ্ঠরা এক মহান বীরগাথার রচয়িতা। তাঁদের বীরত্ব ও জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে তাঁরা কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। এই বীরদের মহান আত্মত্যাগ চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বীরত্বের এই কাহিনি প্রেরণা জোগাবে আমাদের স্বাধীনতার সুরক্ষায়।

ক. বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন?

উত্তর: পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কারে আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

উত্তর: ৭ জন।

ঘ. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিলে?

উত্তর: পাকিস্তানের থাট্টায়।

ঙ. কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?
উত্তর: হামিদুর রহমান।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।
উত্তর: ছবিটিতে মোট পাঁচ জন মানুষ দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে যুবক, কিশোর ও শিশু মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য তারা স্বাধীন বাংলার পতাকা ও অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে ছোটবড় সকলের একসাথে যুদ্ধ করার প্রেরণা রয়েছে ছবিটিতে।

মহীয়সী রোকেয়া

৬. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: বেগম রোকেয়া রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?
উত্তর: বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া চিলেকোঠায়, সিঁড়ির নিচে, দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন।

গ. লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
উত্তর: লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে তাঁর বড় বোন করিমুন্নেছা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের সাহায্য করতেন।

ঘ. রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?
উত্তর: রোকেয়া গভীর রাতে পড়াশোনা করতেন। মা-বাবা ঘুমিয়ে গেলে গভীর রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে বড় ভাইয়ের কাছে তিনি পড়াশুনা করতেন।

ঙ. সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
উত্তর: সেকালে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল না, পড়ালেখা করার সুযোগ ছিল না, ঘরে বন্দি করে রাখা হতো এবং অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

চ. রোকেয়াকে কেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
উত্তর: একসময় মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হতো। পড়ালেখার সুযোগও ছিল না। লেখাপড়া শিখতে না পারায় মেয়েরা কিছুই করতে পারত না। বাইরে কাজের অধিকারও তাদের ছিল না। রোকেয়া নারীদের লেখাপড়া শেখার জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন। তাই রোকেয়াকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

ছ. নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন? বুঝিয়ে বলি।
উত্তর: সমাজের উন্নতির জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। পুরুষের মতো নারীরাও সমাজের একটা বিরাট অংশ। তারা শিক্ষিত না হলে সমাজ অনেকাংশে পিছিয়ে পড়বে। তাছাড়া নারীদেরও পড়াশোনা করার অধিকার রয়েছে। তাদের সে অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীশিক্ষার বিকল্প নেই।

৭.স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।
উত্তর: স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া নারীশিক্ষার প্রসারে কাজ করতে শুরু করলেন। স্বামীর রেখে যাওয়া অর্থ দিয়ে কলকাতায় মেয়েদের একটি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা দেখে তিনি বাংলা ভাষায়
লেখালেখি শুরু করলেন। মনের ভাবনা তুলে ধরলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই 'মতিচুর', 'অবরোধবাসিনী' 'পদ্মরাগ'- এ। তিনি নারীদের পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের অধিকার আদায়ে সতেচন করে তোলেন।

৮. রোকেয়া জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।
উত্তর: রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি শিখলাম কীভাবে বন্দিজীবন থেকে বের হয়ে নারীরা পড়াশোনা করতে পারে। পারিবারিক বাধাকে ডিঙিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন বা জনকল্যাণে অবদান রাখার প্রেরণা আমি তার কাছ থেকে লাভ করি। এছাড়া নারীদের অধিকার রক্ষা এবং নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কেও তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি।

নেমন্তন্ন

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?
উত্তর: লোকটি চাংড়িপোতা নামক স্থানে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে।

খ. এ কবিতায় কী কী খাবারের নাম উল্লেখ আছে?
উত্তর: এ কবিতায় যেসব খাবারের নাম উল্লেখ আছে সেগুলো হলো- ছানার পোলাও, সরপুরিয়া, রাবড়ি পায়েস, ক্ষীর কদলী, সবরি কলা ও ফজলি আম।

গ. কোন খাবার সে আয়েস করে খেতে চায়?
উত্তর: রাবড়ি পায়েস সে আয়েস করে খেতে চায়।

ঘ. লোকটি কোন কোন ফল খেতে চায়?
উত্তর: লোকটি সবরি কলা ও ফজলি আম খেতে চায়।

ঙ. সে কোন আম খেতে চাইছে?
উত্তর: সে ফজলি আম খেতে চাইছে।

চ. ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য হলো- ভজন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রসংশা করে গাওয়া গান আর ভোজন হচ্ছে খাওয়ার অপর নাম।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোকটি আয়েস করে খেতে চায় **রাবড়ি পায়েস**।

খ. লোকটি চাংড়িপোতা যাচ্ছে **ভজন শুনতে**।

গ. শুধু ভজন নয়, সাথে আছে **প্রসাদ ভোজন**।

ঘ. লোকটি খেতে চায় **ছানার পোলাও**।

ঙ. বাঃ কী ফলার **সবরি কলার**।

মোবাইল ফোন

২. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু **উদ্ভাবন** করছে।

খ. নদীর **তরঙ্গ** চোখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

গ. **গবেষক** সবসময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

ঘ. রেডিও এবং মোবাইল ফোনের **অ্যানটেনা** থাকে।

ঙ. পানি ফুটলে বাষ্পে **রুপান্তরিত** হয়।

চ. বাড়ি পৌঁছে আমাকে **এসএমএস** পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

ছ. তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের **সমন্বয়** করতে হবে।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে?

উত্তর: মোবাইল ফোন কথা বলার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আজকাল এ যন্ত্রটি অনেক কাজে লাগে।
যেমন- ১. গান শুনতে; ২. গেমস খেলতে; ৩. এসএমএস পাঠাতে; ৪. ভিডিও চিত্র ধারণ করতে; ৫. ছবি তুলতে; ৬. ইন্টারনেট ব্যবহার করতে।

খ. মোবাইল ফোন উদ্ভাবনের জন্যে কারা কারা কাজ করেছেন?

উত্তর: মোবাইল ফোন উদ্ভাবনে যেসব বিজ্ঞানী ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- রিচার্ড এইচ. ফ্রাংকিয়েল, জোয়েল এস. অ্যাঞ্জেল।

গ. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কীভাবে অন্যজনের সাথে কথা হয়?

উত্তর: মোবাইল ফোন থেকে বেতার টাওয়ারের মাধ্যমে অন্যজনের সাথে কথা হয়।

ঘ. মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী বসাতে হয়?

উত্তর: মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় টাওয়ার বসাতে হয়?

ঙ. এসএমএস কী এবং কখন কাজে লাগে?

উত্তর: এসএমএস হচ্ছে খুব কম শব্দে কিছু লিখে খবর পাঠানো। নেটওয়ার্কের জন্য কথা ভালো শোনা না গেলে বা কথা না বলে বার্তা পাঠাতে চাইলে এটি কাজে লাগে।

৪. মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে লিখি।

উত্তর: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে সহজেই কথা বলা যায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইলে আমরা বই পড়তে পারি, গান শুনতে পারি। এছাড়া মোবাইল ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায় এবং এসএমএস পাঠানো যায়। এমনকি মোবাইল ব্যবহার করে অন্যকে টাকাও পাঠানো যায়।

৬ শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. সময় অল্প তাই বেশি **দূরে** যাওয়া উচিত নয়।

খ. মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো খুব **শক্তিশালী**।

গ. যত **বেশি** লেখাপড়া করবে জীবনে ততো ভালো ফল করবে।

ঘ. সবাই তোমার প্রশংসা করবে যদি তুমি **ভালো** কাজ করো।

ঙ. কাজ **শেষ** করে তারপর খেলতে যাব।

আবোল-তাবোল

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এত ভালো যে ওকে ঠেকায় কে।

খ. লোকটি ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম ঘনিয়ে এলো।

ঘ. প্যাঁচ দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতাড়ি খেলাধুলা সাঙ্গ করো, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার মনের মাঝে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কী ছুটছে যাকে থামানো যাচ্ছে না?

উত্তর: আবোল-তাবোল কথার বুলি ছুটছে, যাকে থামানো যাচ্ছে না।

খ. ধাঁই ধপাধপ আওয়াজ কোথায় তবলা বাজছে?

উত্তর: ধাঁই ধপাধপ আওয়াজ মনের মাঝে তবলা বাজছে।

গ. কখন গানের পালা সাঙ্গ হলো?

উত্তর: ঘুম ঘুনিয়ে এলে গানের পালা সাঙ্গ হলো।

৫. আবোল-তাবোল ছড়াটিতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করি।

উত্তর: আবোল-তাবোল ছড়াটি একটি মজার ছড়া। এখানে একটি লোক মনের খেয়ালে কথা বলে চলছে। সে মনের আনন্দে কেবল বকবক করেই চলেছে। ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। এগুলোর কোনোটিরই কোনো অর্থ নেই। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত সে এমনটিই করে চলে।

“সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মঙ্গল করুন!”

চতুর্থ শ্রেণি, বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
পরশমণি মিস-01720458692

অধ্যায়: ১ (আমাদের পরিবেশ ও সমাজ)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১. প্রাকৃতির পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লিখ।
উত্তর: প্রাকৃতির পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম হলো মাটি, পানি ও বাতাস।
২। সামাজিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম লিখ।
উত্তর: সামাজিক পরিবেশের তিনটি উপাদানের নাম হলো বাড়ি, বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ।
৩। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বেশি বন্যা হয়?
উত্তর: বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বেশি বন্যা হয়।
৪। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে কি গঠিত হয়?
উত্তর: প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ।
৫। বাংলাদেশে শীতকালে আবহাওয়া কিরুপ থাকে?
উত্তর: বাংলাদেশে শীতকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে ।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি কীভাবে আলাদা?
উত্তর: বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের ভূমি উঁচু। নদ-নদীর সংখ্যা কম। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে। শীতকালে বেশ ঠান্ডা পড়ে। আবার, দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমি নিচু। সেখানে অনেক নদ-নদী ও খালবিল। এ কারণে এ অঞ্চলে বন্যার প্রবণতা বেশি। আর এভাবে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

২। আমাদের সামাজিক পরিবেশে আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব কী?
উত্তর: আর্দ্র জলবায়ু বলতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ জলবায়ুকে বোঝায়। আমাদের সামাজিক পরিবেশে আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব অনেক বেশি। আর্দ্র জলবায়ুর ফলে পরিবেশে স্যাঁতসেঁতে ভাব বিরাজ করে। আমাদের ঘাম বেশি হয়। আমরা অস্বস্তিবোধ করি। এতে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম অনেকটা বাধাগ্রস্ত হয়।

অধ্যায়: ২ (সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা কীভাবে তুলনা করা হয়?
উত্তর: জনসংখ্যায় শতকরা হিসাবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা তুলনা করা হয়।
২। বৈষম্য বলতে কি বোঝায়?
উত্তর: সবাইকে সমান দৃষ্টিতে না দেখাই হচ্ছে বৈষম্য।
৩। বৈচিত্র্য বলতে কি বোঝায়?
উত্তর: সমাজ ও পরিবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিপুল ভিন্নতা দেখা যায় তাকে বৈচিত্র্য বলে।
৪। আমাদের সকলের সাথে মিলেমিশে চলা উচিত কেন?
উত্তর: আমাদের শান্তিতে বসবাস করার জন্য সকলের সাথে মিলেমিশে চলা উচিত।
৫। বিদ্যালয়ে কেন আমাদের সবার সাথে মিলেমিশে চলা উচিত?
উত্তর: বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সবার সাথে মিলেমিশে চলা উচিত।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে মূল্যায়নের একটি উদাহরণ দাও।
উত্তর: আমাদের পরিবারে আমরা দুই ভাই-বোন । আমার মা-বাবা আমাদের দুজনকে খাওয়ার ক্ষেত্রে সমান পুষ্টিকর খাবার দেন। এছাড়া যেকোনো খাবার সমান ভাগে ভাগ করে দেন । মূলত পরিবারে ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে মূল্যায়ন করা হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুষ্ঠ ও সুন্দর হয়।
২। তোমার কোনো বন্ধুর উপর রেগে গেলে তুমি কি কর?
উত্তর: আমি আমার কোনো বন্ধুর উপর রেগে গেলে ধৈর্য ধারণ করি। তাকে এ সময় কোনো ধরনের বকাঝকা কিংবা মারপিট করি না। বরং স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করি। কেননা তখন আমার বন্ধুটিও রেগে যেতে পারে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তীতে রাগ কমে গেলে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলি ।

৩। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি? পাঁচটি বাক্যে লেখ।
উত্তর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে আমরা যেভাবে সাহায্য করব-

ক. চোখে কম দেখলে সামনে বসতে দেব।
খ. কানে কম শুনলে পড়া বুঝিয়ে দেব।
গ. হাঁটতে অসুবিধা হলে চলাফেরায় সাহায্য করব।
ঘ. ভাষা বুঝতে সাহায্য করব।
ঙ. বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহিত করব।

অধ্যায় ৩ (বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। চাকমা জনগোষ্ঠী কোন ধরনের বাড়ি নির্মান করেন?
উত্তর: চাকমা জনগোষ্ঠী কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাচার মতো বাড়ি নির্মাণ করেন।
২। মারমা জনগোষ্ঠী কোন ধর্মের অনুসারী?
উত্তর: মারমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ।
৩। সাঁওতালদের একটি উৎসবের নাম লেখ।
উত্তর: সাঁওতালদের একটি উৎসবের নাম হলো মাঘ সিম।
৪। মণিপুরিরা যে বিশেষ এক ধরনের সবজি খান তার নাম কী?
উত্তর: মণিপুরিরা যে বিশেষ এক ধরনের সবজি খান তার নাম সিঞ্জেদা।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। কীভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্যদের চেয়ে আলাদা?
উত্তর: প্রত্যেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠর রয়েছে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি। তারা আধুনিক পেশাসহ এক ধরনের নির্দিষ্ট জীবিকা পদ্ধতি অনুসরণ করে। তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করে। তাদের জীবনধারা বিশেষ ধরনের সামাজিক আচার-আচরণ, প্রথা, বিশ্বাস রীতিনীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। এভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অন্যদের চেয়ে আলাদা।

২। কীভাবে বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে?

উত্তর: বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। ফলে তাদের জীবনধারা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পেশাগত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে তারা অন্যদের মতো অফিস-আদালতে চাকরি করছে। আবার কেউ কেউ চিরাচরিত পেশা ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা বদলে যাচ্ছে।

অধ্যায়: ৪ (নাগরিক অধিকার)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। 'নাগরিক' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাসকারী ব্যক্তিই হচ্ছে 'নাগরিক' ।

২। ভাষার অধিকার বলতে কি বোঝায়?

উত্তর: ভাষার অধিকার বলতে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকারকে বোঝায়।

৩। একটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখ।

উত্তর: নির্বাচনের অধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার।

৪। অর্থনৈতিক অধিকার কী?

উত্তর: জীবন ধারণের জন্য কোনো কাজ করে আয় রোজগার করার অধিকারই হলো অর্থনৈতিক অধিকার।

৫। একজন নাগরিক কত বছর থেকে ভোট প্রদানের অধিকার লাভ করে?

উত্তর: একজন নাগরিক আঠারো বছর বয়স থেকে ভোট প্রদানের অধিকার লাভ করে।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: মত প্রকাশের অধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার। আমি বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত প্রকাশ করতে পারি। এতে কেউ আইনগতভাবে আমাকে বাধা দিতে পারে না। আমার মত কেউ গ্রহণ না করলেও বাধা সৃষ্টি করে না। এটিই আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার।

২। ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেলে মানুষ কি করতে পারেন?

উত্তর: ন্যায্য পারিশ্রমিকের অধিকার মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার। তাই যেকোনো কাজ করে সবার ন্যায্য পারিশ্রমিক লাভের অধিকার আছে। ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেলে মানুষ আইনের আশ্রয় নিয়ে উপযুক্ত পাওনা আদায় করে অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারেন।

৩। নাগরিকের প্রধান অধিকার কয়টি? নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রের চারটি সম্পর্ক লেখ।

উত্তর: নাগরিকের প্রধান অধিকার তিনটি। নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রের ৪টি সম্পর্ক হলো-

ক. নাগরিক রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বসবাস করে।

খ. নাগরিক রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলে।

গ. নাগরিক রাষ্ট্রের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

ঘ. নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে।

অধ্যায়: (৫ মূল্যবোধ ও আচরণ)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। একটি নৈতিক গুণের নাম লেখ।

উত্তর: একটি নৈতিক গুণ হলো- সদয় আচরণ ।

২. আমাদের সকলেরই পরস্পরের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত?

উত্তর: আমাদের সকলেরই পরস্পরের প্রতি ভালো আচরণ করা উচিত।

৩। তোমার একটি দোষের কথা লেখ যা তুমি পরিত্যাগ করতে চাও। (নিজের মত লিখতে পারো)

উত্তর: আমার একটি দোষ হলো- আমি সকালে ঘুম থেকে দেরি করে উঠি। আমি এ খারাপ স্বভাবটি পরিত্যাগ করতে চাই।

৪। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলে তুমি কী করবে?

উত্তর: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলে আমি বিনয়ের সাথে শিক্ষকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। মূল্যবোধ ও আচরণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর: মূল্যবোধ হলো আমাদের ভিতরের নৈতিক গুণাবলি। যেমন- সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, নম্রতা ইত্যাদি। অন্যদিকে, আচরণ হলো- আমাদের বাইরের নৈতিক গুণাবলি। পরস্পরের সাথে কথাবার্তা, চলাফেরা ও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলাই হলো আচরণ। মূলত মূল্যবোধ হলে বিশ্বাস আর আচরণ হলো তার প্রকাশ বা কাজ।

২। নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে তুমি সুপরিচিত হতে চাও ? নিজে লিখতে পার।

উত্তর: নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে সততার মাধ্যমে আমি সুপরিচিত হতে চাই। কেননা, সততা একটি মহৎ গুণ। এর মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাসভাজন হওয়া যায়। কর্মে গতি আসে। জীবনে উন্নতি করা যায়।

৩। নম্র স্বভাবের মানুষ কেমন আচরণ করেন, তার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: নম্রতা মানুষের একটি নৈতিক গুণ। নম্র স্বভাবের মানুষ সব সময় ছোটদের স্নেহ করেন এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। তারা ছোট বড় কারও সাথে কখনো উঁচু স্বরে কথা বলেন না। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়- মিতু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তার স্বভাব নম্র। সে তার ছোট ভাই-বোনদের স্নেহ করে এবং বড় ভাই-বোনদের শ্রদ্ধা করে। তাই মিতুকে নম্র স্বভাবের অধিকারী বলা যায়।

অধ্যায়: (৬ পরমতসহিষ্ণুতা)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। সহিষ্ণুতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: যেকোনো বিষয় ধৈর্য ও সহ্য করার ক্ষমতা হলো সহিষ্ণুতা ।

২। প্রত্যেকের মতামত শোনা উচিত কেন?

উত্তর: যেকোনো বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। সকলের মতামত শুনে অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেকোনো কাজে সফল হওয়া যায়। এজন্য প্রত্যেকের মতামত শোনা উচিত

৩। বিতর্ক কি?

উত্তর: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের উপর আনুষ্ঠানিক আলোচনাই হচ্ছে বিতর্ক।

৪। পরমতসহিষ্ণুতা সমাজের মানুষকে কিরূপে চলতে সাহায্য করে?

উত্তর: পরমতসহিষ্ণুতা সমাজের মানুষকে মিলেমিশে চলতে সাহায্য করে।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। তোমরা সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবে?

উত্তর: আমরা সবাই মিলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যেভাবে নিব-

ক. আমরা নিজেদের মত প্রকাশ করব।

খ. অন্যদের মতামত শুনব।

গ. সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করব।

ঘ. আমরা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করে শিক্ষককে জানাব। এভাবে সবাই মিলে শ্রেণিক্ষকের বাইরে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেব।

২। সালাম সাহেব তার পরিবারে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের মতকে সম্মান করেন। সালাম সাহেবের এ গুণটিকে কী বলা হয়? এটি কোন ধরনের গুণ? এ গুণের অধিকারী ব্যক্তি সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর: সালাম সাহেবের এ গুণটিকে পরমতসহিষ্ণুতা বলা হয়। এটি একটি সামাজিক গুণ। এ গুণের অধিকারী ব্যক্তি-

ক. সবার মতামত ধৈর্যসহকারে শোনেন ।

খ. সবার মতামতের গুরুত্ব দেন।

গ. অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩। আমরা যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের মতকে গ্রহণ করব। এ প্রক্রিয়াকে কি বলে? এ প্রক্রিয়ার কয়টি ধাপ আছে? এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর: এ ধরনের প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্র বলে। এ প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ আছে। গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনটি বাক্য-

ক. গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ. জনগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে।

গ. গণতন্ত্রে সবাই সমান।

অধ্যায়: (৭ কাজের মর্যাদা)

অল্প কথায় উত্তর দাও:

১। কায়িক শ্রমভিত্তিক একটি কাজের নাম লেখ।

উত্তর: রিকশা চালানো একটি কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ।

২। হাসপাতালে কোন ধরনের পেশাজীবীরা কাজ করেন?

উত্তর: হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রভৃতি পেশাজীবীরা কাজ করেন।

৩। আইনি পেশার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: আইনি পেশার উদ্দেশ্য হলো জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

৪। সকল পেশার মানুষের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত?

উত্তর: সকল পেশার মানুষের সাথে আমাদের আচরণ শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১। কোন কাজটিকে তোমার সবচেয়ে কঠিন মনে হয়?

উত্তর: রিকশা চালানো আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে হয় । কেননা রিকশা চালকের প্রচন্ড রোদে পুড়ে অথবা বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছে দেয়। পাশা-পাশি তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মালামাল পরিবহন করে থাকে। এতে অনেক কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয়।

২। **আমরা সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব কেন? পরিচ্ছন্নতাকর্মী কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সাহায্য করেন? তিনটি বাক্যে লেখ।**

উত্তর: প্রত্যেক পেশার মানুষ শ্রমের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সাহায্য করেন। তাই আমরা সকল পেশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা যেভাবে আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সাহায্য করেন-

ক. বিদ্যালয়, অফিস, হাসপাতাল এবং রাস্তা পরিষ্কার করে।

খ. ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করে।

গ. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রেখে।

৩। প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয় কেন? কারা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করেন? তাদের কাজ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর: সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনী কাজ করেন। পুলিশ বাহিনীর কাজ-

ক. অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা।

খ. শহরে সুষ্ঠ যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা।

গ. মানুষের নিরাপদ জীবনযাপনে সাহায্য করা।

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে **বৈচিত্র** রয়েছে।

২। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের **প্রাকৃতিক পরিবেশের** ভিন্নতা রয়েছে।

৩। নদীর কারণে বাংলাদেশে দক্ষিন অঞ্চলে **বন্যার** প্রবণতা বেশি।

৪। বালাদেশের উত্তর অঞ্চলের ভূমি **উঁচু**।

৫। আমাদের সামাজিক পরিবেশ **প্রাকৃতিক** পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

৬। **পরিবারে** আমরা সবাই মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করি।

৭। একটি পরিবারে মেয়ে ও ছেলে শিশু সবাই **সমান**।

৮। সবারই **শিক্ষা** গ্রহণ করার অধিকার আছে।

৯। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান **অবদান** রয়েছে।

১০। নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো **বৈষম্য** করা উচিত।

১১। চাকমা জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই হচ্ছে **বৌদ্ধ** ধর্মাবলম্বী

১২। চাকমাদের রাজাকে বলা হয় **কারবারি** ।

১৩। মারমারা **জুম** পদ্ধতিতে চাষ করেন।

১৪। সাঁওতালদের প্রধান খাবার **ভাত**।

১৫। মারমাদের নিজেদের **রাজা** আছেন ।

১৬। মণিপুরিদের **মাংস** সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ।

১৭। **জীবন রক্ষার** অধিকার সকল অধিকারের মধ্যে অন্যতম।

১৮। রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের **শিক্ষা** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৯। **২৫** বছর বয়সে সকল নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।

২০। প্রত্যেক নাগরিকের **মত** প্রকাশের অধিকার আছে।

২১। প্রত্যেক নাগরিকের **ন্যায্য** মজুরি লাভের অধিকার আছে।

২২। ভালো **আচারণ** করাই হলো নৈতিক গুণ।

২৩। আমাদের সবারই **নৈতিক** গুণের আধিকারী হতে হবে।

২৪। অন্যের মনে **কষ্ট** দেওয়া উচিত নয়।

২৫। নিজের কাজ **নিজে** করা ভাল।

২৬। মূল্যবোধ হলো আমাদের **ভিতরের** নৈতিক গুণাবলি।

২৭। আমাদের সবাইকে **পরমতসহিষ্ণু** হতে হবে।

২৮। সবার **মতামত** একসাথে গ্রহণ করা যায় না।

২৯। সবার মতামত **ধৈর্যসহকারে** শোনা উচিত।

৩০। পরমতসহিষ্ণুতা একটি প্রধান **সামাজিক** গুণ।

৩১। সবার মতামতকে **শ্রদ্ধা** করব।

৩২। সমাজে প্রত্যেক পেশার মানুষ **শ্রম** দিয়ে থাকেন ।

৩৩। আমাদের সব ধরনের পেশাকে **মর্যাদা** দিতে হবে।

৩৪। **শিক্ষকগণ** আমাদের শিক্ষাদান করেন।

৩৫। **ফার্মাসিস্ট** আমাদের সুস্থ রাখতে ঔষধ তৈরি করেন।

বাক্যগুলো পড়ে সত্য হলে সত্য এবং মিথ্যা হলে মিথ্যা লিখ:

সত্য ১। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে।

সত্য ২। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয়।

সত্য ৩। গ্রীষ্মকালে অনেক গরম পড়ে।

সত্য ৪। প্রচুর গাছপালা থাকলে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে।

সত্য ৫। বৃষ্টি মাটির জন্য উপকারী ।

মিথ্যা ৬। আমাদের বেশি করে গাছ লাগানো উচিত না।

সত্য ৭। দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে।

সত্য ৮। বর্তমানে নারী ও পুরুষ সবাই ঘরে ও বাইরে কাজ করেন।

মিথ্যা ৯। নারী ও পুরুষের বৈষম্য করা উচিত ।

সত্য ১০। পরিবারে মেয়ে ও ছেলে শিশু সবাই সমান।

সত্য ১১। সবারই শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার আছে।

সত্য ১২। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে।

সত্য ১৩। চাকমাদের নিজেদের রাজা আছেন।

সত্য ১৪। চাকমারা জুম পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে থাকেন।

সত্য ১৫। মারমারা ভাতের সাথে সবজি সিদ্ধ করে খেতে পছন্দ করে।

সত্য ১৬। সাঁওতাল মেয়েরা দুইখন্ড কাপড় পরেন।

সত্য ১৭। বেঁচে থাকার অধিকার একটি সামাজিক অধিকার।

সত্য ১৮। নিজের মাতৃভাষায় কথা বলা নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

মিথ্যা ১৯। ১২ বছর বয়সে সকল নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে।

সত্য ২০। নির্বাচনের অধিকার একটি রাজনৈতিক অধিকার।

সত্য ২১। প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করার অধিকার আছে।

সত্য ২২। ভাল আচরণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

সত্য ২৩। ভাল আচরণ করাই হলো নৈতিক গুণ।

সত্য ২৪। আমরা পরিবার সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে মূল্যবোধের শিক্ষা পাই।

মিথ্যা ২৫। প্রতিবেশীদের সাথে আমাদের খারাপ ব্যবহার করা উচিত?

মিথ্যা ২৬। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা উচিত না।

সত্য ২৭। অন্যের মতকে সম্মান করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

মিথ্যা ২৮। সবার মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা উচিত না।

সত্য ২৯। আমরা অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করব।

সত্য ৩০। আমরা নিজেদের মত প্রকাশ করব।

মিথ্যা ৩১। সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করা উচিত না।

সত্য ৩২। শ্রমজীবীগণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সাহায্য করেন।

সত্য ৩৩। সব ধরনের পেশাকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে।

মিথ্যা ৩৪। শিক্ষকগণ আমাদের চিকিৎসা সেবা দান করেন।

সত্য ৩৫। বড় ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি কবেন।

টিক চিহ্নের জন্য (১-৭ অধ্যায়) বই ভাল করে পড়তে হবে ।

"সৃষ্টিকর্তা তোমাদের মঙ্গল করুন!"

Class–Four, Subject: খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা
সুজিত মন্ডল স্যার - (01711014671)

প্রথম অধ্যায় (মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর।

ক) ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: ঈশ্বর আমাদের একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে রেখেছেন তাঁর গৌরবের জন্য।

খ) ঈশ্বর কিভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: ঈশ্বর শুধু তাঁর মুখের কথায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মধ্যে দেহ, মন ও আত্মা দিয়েছেন। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ভালো মন্দ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তিও তিনি দিয়েছেন।

গ) ঈশ্বরের দেখানো পথটি কী?

উত্তর: ঈশ্বরের দেখানো পথ হলেন তাঁরই একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিষ্ট।

২। রচনামূলক প্রশ্নোত্তর:

ক) আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। আমরা যে উৎস থেকে এই পৃথিবীতে এসেছি, সেই উৎসের কাছেই আমরা একদিন ফিরে যাব। আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে রেখেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। তিনি আমাদের সর্বদা পালন ও রক্ষা করেন। ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন রকম গুণ দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি।পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সেবা করি। আমাদের দেহ, মন ও আত্মার যত্ন নিতে পারি। এভাবে আমরা শেষ গন্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমদের একদিন ডাক আসবে । সেদিন যেন আমরা যোগ্যভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারি।

খ) দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার পাঁচটি উপায় লেখ।

উত্তর: ১। নিয়মিত প্রার্থনা সভায় যোগদান করা।

২। উপাসনায় যোগদান করা।
৩। প্রতি দিন অন্তত একবার পাপ স্বিকার করা।
৪। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা।
৫। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে চলা।
৬। প্রতি সন্ধ্যায় সান্ধ্য প্রার্থনা করা।
৭। যথাসাধ্য দয়া ও সেবার কাজ করা।

গ) পবিত্র আত্মার প্রেরনায় চলার জন্য তুমি কীভাবে চেষ্টা করবে।

উত্তর: পবিত্র আত্মার প্রেরনায় চলার জন্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করতে পারি:
১। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে সারা দিন মন্দতা পরিহার করে চলা ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার কৃপা যাচঞা করব।
২। সব কাজের আগে, বিশেষত পড়াশুনার আগে পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচঞা করে বিশেষ প্রার্থনা করব। আবার পড়াশুনার শেষে পবিত্র আত্মাকে ধন্যবাদ জানাব।
৩। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সারা দিনে পবিত্র আত্মাকে তাঁর পরচালনার জন্য ধন্যবাদ জানাব।
৪। গুরুজনদের পরামর্শ ও উপদেশ মেনে চলব।
৫। অন্য বন্ধুদেরও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরনায় চলার পরামর্শ দিব। উপরের কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আমি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার চেষ্টা করব ।

ঘ) ঈশ্বর আদমকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন?

উত্তর: আদম হবার কথা শুনে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিল বলে ঈশ্বর আদমকেবললেন সারা জীবন অনেক কষ্টে তুমি খাদ্য উৎপাদন করে জীবনধারন করবে। তোমার ফসলে নানা রকম আগাছা জন্মাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি ফসল ফলাবে।

✍বিঃদ্রঃ- বাড়ির কাজ "নিজে কর"। শূন্যস্থান পূরণ বই পৃষ্ঠা নং-৩, মিলকরণ পৃষ্ঠা নং-৪, সঠিক উত্তর পৃষ্ঠা নং-৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় (ঈশ্বর)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর।

ক) কীভাবে চললে আমরা পবিত্র হতে পারি?

উত্তর: যীশুর মতো জীবনযাপন করলেআমরা পবিত্র হতে পারি।

খ) যীশু আমাদের কেমন হতে বলেন?

উত্তর: যীশু আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার মতো সম্পূর্ণ পবিত্র হতে বলেন।

গ) মৃত্যুর পর আমরা কার কাছে যেতে চাই?

উত্তর: মৃত্যুর পর আমরা স্বর্গনিবাসী পিতার কাছে যেতে চাই।

ঘ) কে সকল শক্তির উৎস?

উত্তর: ঈশ্বর সব শক্তির উৎস।

ঙ) কে দয়ালু?
উত্তর: ঈশ্বর দয়ালু।

চ) মানুষকে ঈশ্বর কার মতো করে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: মানুষকে ঈশ্বর তার নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন ।

ছ) দয়া কী?

উত্তর: দয়া হলো একটি মহৎ গুণ।

২। রচনামূলক প্রশ্নোত্তরঃ

ক) দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার উপায় লেখ। (৫টি)

উত্তর:

১। নিয়মিত প্রার্থনা সভায় যোগদান করা।
২। উপাসনায় যোগদান করা।
৩। প্রতি দিন অন্তত একবার পাপ স্বীকার করা।
৪। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা।
৫। প্রতি সন্ধ্যায় সান্ধ্য প্রার্থনা করা।
৬। যথাসাধ্য দয়া ও সেবার কাজ করা।
৭। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে চলা।

খ) ঈশ্বরের দেখানো পথটি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: যীশু বলেন "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারবে না।"শেষ গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্য ঈশ্বর আমাদের এ পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে পৌছাতে সক্ষম হব।

গ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বলতে বোঝায় ঈশ্বর সব শক্তির উৎস। তিনি অনন্ত ও অসীম। তিনি এত শক্তিশালী যে, একই সাথে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও মানুষের মাঝেবাস করার জন্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

✍বিঃদ্রঃ- বাড়ির কাজ "নিজে কর"। শূন্যস্থান পূরণ বই পৃষ্ঠা নং-৭, মিলকরণ পৃষ্ঠা নং-৮, সঠিক উত্তর পৃষ্ঠা নং-৮।

তৃতীয় অধ্যায় (পবিত্র আত্মা)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর।

ক) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ কী ?

উত্তর: পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ হলো তাঁর দানগুলোর শক্তিতে জীবনযাপন করা

খ) যারা দলাদলি ও ঝগড়া-বিবাদ করে তারা কিসের শক্তিতে চলে ?

উত্তর: যারা দলাদলি ও ঝগড়া-বিবাদ করে তারা মন্দ আত্মার শক্তিতে চলে।

গ) আমরা আমাদের বন্ধুদের কী পরামর্শ দেব?

উত্তর: আমরা আমাদের বন্ধুদের পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার পরামর্শ দেব।

ঘ) কয় ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর?

উত্তর: তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।

ঙ) ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হওয়ার জন্য কার গর্ভে এসেছিলেন?

উত্তর: ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হওয়ার জন্য মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন।

২। রচনামূলক প্রশ্নোত্তর:

ক) পবিত্র আত্মার সাতটি দান কী কী তা লেখ।

উত্তর:

১। প্রজ্ঞা।
২। বুদ্ধি।
৩। বিবেক।
৪। মনোবল।
৫। জ্ঞান।
৬। ধর্মানুরাগ।
৭। ঈশ্বরভীতি।

খ) আমরা পাপের ক্ষমা পাই কীভাবে?

উত্তর: আমাদের প্রত্যেকের দেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির। আমরা প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার শক্তিতে। পবিত্র আত্মা মন্ডলীতে একতা বজায় রাখে। আমরা পাপের ক্ষমা পাই পবিত্র আত্মার শক্তিতে। ক্ষমা পেয়ে আমরা আবার ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করি।

গ) পবিত্র আত্মা বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর: পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। প্রবক্তা যিহিস্কেলের কথা অনুসারে, ঈশ্বর মানুষের কঠিন অন্তরের পরিবর্তে পবিত্র আত্মা দান করেন। সেই আত্মা পেয়ে মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলার অনুপ্রেরণা পায়। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হওয়ার জন্য মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন।

✍ বি:দ্র- বাড়ির কাজ "নিজে কর"। শূন্যস্থান পূরণ বই পৃষ্ঠা নং-১১, মিলকরণ পৃষ্ঠা নং-১২, সঠিক উত্তর পৃষ্ঠা নং-১২।

চতুর্থ অধ্যায় (আদি পিতামাতা)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর।

ক) ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে আদম ও হবা লুকিয়েছিল কেন?

উত্তর: ঈশ্বরের নিষেধ করা ফল খাওয়ার কারণে ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে আদম ও হবা লুকিয়েছিল ।

খ) কে হবাকে প্রলোভন দিয়েছিল?

উত্তর: সাপবেশী শয়তান হবাকে প্রলোভন দিয়েছিল।

গ) ঈশ্বর সাপকে কী খেয়ে জীবনধারণ করতে বলেছেন?

উত্তর: ঈশ্বর সাপকে সারা জীবন মাটি খেয়ে জীবনধারণ করতে বলেছেন।

ঘ) আদি পিতামাতার নাম কী?

উত্তর: আদি পিতামাতার নাম ছিল আদম ও হবা।

ঙ) 'আদম' ও 'হবা' শব্দ দুটির অর্থ কী?

উত্তর: 'আদম' অর্থ মানুষ ও 'হবা' অর্থ নারী।

২। রচনামূলক প্রশ্নোত্তর:

ক) ঈশ্বর আদমকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

উত্তর: আদম হবার কথা শুনে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিল বলে ঈশ্বর আদমকে বললেন, সারা জীবন অনেক কষ্টে তুমি খাদ্য উৎপাদন করে জীবনধারণ করবে। তোমার ফসলে নানা রকম আগাছা জন্মাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি ফসল ফলাবে। তুমি ধূলি দিয়ে তৈরি, এই ধূলিতেই তোমাকে একদিন ফিরে যেতে হবে। এভাবে ঈশ্বর আদমকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

খ) আদি পিতামাতার সুখের স্থানটি কেমন ছিল?

উত্তর: ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তাদের স্বর্গে অত্যন্ত সুখের ও সুন্দর একটি স্থানে রেখেছিলেন। স্থানটির নাম ছিল এদোন বাগান। এখানে তাদের জন্য কোনো কিছুর অভাব ছিল না। চাওয়ার আগেই ঈশ্বর তাদের সবকিছু দিয়ে রেখেছিলেন। স্বর্গীয় উদ্যানে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সানিধ্যে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশুপাখি জীবজন্তু ছিল। তবে কারো সাথে কারো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। তাদের যখন যে আনন্দ করতে ইচ্ছে করত তাই করতে

পারত। তাই আদি পিতামাতার বসবাসের স্থানটি অত্যন্ত সুন্দর এবং সবচেয়ে সুখের ছিল।

গ) আদি পিতামাতা কীভাবে স্বর্গের বাগান থেকে বিতাড়িত হলেন?

উত্তর: আদি পিতামাতাকে আগেই ঈশ্বর বলে দিয়েছিলেন, ভালো-মন্দ জ্ঞানের গাছ থেকে ফল খেলে তাঁদের কী দশা হবে। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তাঁরা ঈশ্বরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁদের নিজেদের পাপের কারণেই তাঁরা শাস্তি পেলেন। এ শাস্তি তাঁরা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। এভাবে তারা স্বর্গের এদোন বাগান থেকে বিতাড়িত হলেন।

✍ বি:দ্র- বাড়ির কাজ "নিজে কর"। শূন্যস্থান পূরণ বই পৃষ্ঠা নং-১৭, মিলকরণ পৃষ্ঠা নং-১৮, সঠিক উত্তর পৃষ্ঠা নং-১৮।

পঞ্চম অধ্যায় (পবিত্র বাইবেল)

১। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর।

ক। সাধু পলের নামে পরিচিতি ধর্মপত্র কয়টি?

উত্তর: সাধু পলের নামে পরিচিতি ধর্মপত্র ১৪ টি।

খ। কার রাজত্বকালে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল?

উত্তর: রাজা দায়ুদ ও রাজা সলোমনের রাজত্বকালে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল ।

গ। বাইবেল কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উত্তর: বাইবেল কথাটি গ্রিক শব্দ 'বিবলিয়া' থেকে এসেছে ।

ঘ। পবিত্র বাইবেল কার বাণী?

উত্তর: পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী ।

ঙ। যীশুখ্রিষ্টের জন্মের কত বছর আগে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল?

উত্তর: যীশুখ্রিষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল।

২। রচনামূলক প্রশ্নোত্তর:

ক) পবিত্র বাইবেল পাঠের উপায়সমূহ লেখ (পাঁচটি)।

উত্তর:

১। পবিত্র বাইবেল একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে।

২। পবিত্র বাইবেল পাঠের পূর্বে নিজেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে।

৩। পবিত্র বাইবেল পূর্বে মন ধীর ও শান্ত করে মনে নীরবতা আনতে হবে।

৪। ধীরে ধীরে বাইবেল পাঠ করতে হবে যেন প্রতিটি পদের অর্থ বোঝা যায়।

৫। পবিত্র বাইবেল পাঠের সময় মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর এখন আমার কাছে কথা বলবেন আর আমি তাঁর কথা শুনব।

খ) বাইবেল পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: পবিত্র বাইবেল হলো এমন একটি গ্রন্থ, যার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন। তাঁর কথার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের সঠিক দিকনির্দেমনা ও অনুপ্রেরণা। পবিত্র বাইবেল অনুসারে জীবন গঠন করতে পারলে জীবন সুন্দর, সৎ ও খাঁটি হয়। এটি আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে সহায়তা করে। এটি পাঠের মাধ্যমে আমরা অন্তরে শক্তি লাভ করি এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারি। কাজেই বলা যায়, বাইবেল পাঠের গুব্লুত্ব অপরিসীম।

গ) কীভাবে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি?

উত্তর: আমাদের আত্মা সুস্থ ও সজীব রাখার জন্য প্রতিদিন আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য। বিভিন্নভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। উদাহরণস্বরুপ প্রসংসা, অনুনয়, ক্ষমা, সেবা, দয়া ও ধ্যানমূলক প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি।

✍ বি:দ্র- বাড়ির কাজ "নিজে কর"। শূন্যস্থান পূরণ বই পৃষ্ঠা নং-২৩, মিলকরণ পৃষ্ঠা নং-২৪, সঠিক উত্তর পৃষ্ঠা নং-২৪।

“ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন”

Class – Four, Subject – English I & II
(Protiva Miss – 01728231284)

English For Today page

I. Model question 2 and 5, Q. No- 1, 2, 3, 4 from Grammar book. **259, 261, 271 to 272**

II. Word meaning

1. Home = বাড়ি
2. Hello = ওহে
3. Nice = সুন্দর
4. Patient = রোগী
5. Hospital = হাসপাতাল
6. Primary = প্রাথমিক
7. Doctor = চিকিৎসক
8. Pilot = বৈমানিক
9. Travel = ভ্রমন করা
10. Return = ফিরে আসা
11. Get up = জাগা
12. Proud = গর্বিত
13. Delicious = সুস্বাদু
14. Neighborhood = আশপাশ/ প্রতিবেশিগণ
15. Start = শুরু হওয়া
16. Window = জানালা
17. Suddenly = হঠাৎ
18. Remember = মনে রাখা
19. Like =
20. Breakfast = সকালের নাস্তা বা খাবার

III. Matching

1. **Match the words in column A with their meaning that is mentioned in the text in the column B.**

Column A	Column B
(a) Friend	(i) Well
(b) Meet	(ii) to come face to face
(c) Fine	(iii) To be familiar with a person or a thing
(d) Hello	(iv) Lovely or pleasant
(e) nice	(v) close person
	(vi) also or in addition
	(vii) to attention

2. **Match the words in column A with their meaning that is mentioned in the text in the column B.**

Column A	Column B
(a) Like	(i)the beginning part
(b) Primary	(ii) a place where patients are treated
(c) Doctor	(iii) to try to know
(d) Hospital	(iv)prefer
(e) Patient	(v) a sick or wounded person
	(vi) to happen something actually

	(vii) a person who gives medical treatment

IV. Read the passage "About me" **2, 3**

1. Fill in the blanks with suitable words from the box.

reads	six	teacher	Kamlapur
nine	Palashpur	Farmer	student

(a) Salma Akter is a ___________ of a school.
(b) Ali is a ___________ reading in a primary school.
(c) Shirin ____________ in class four.
(d) Shirin lives in _____________.
(e) Bijoy is ___________ years old.

2. Fill in the blanks with the appropriate words given in the box. There are three more words which you need not use.

is	friend	class	introduces	is	are	read	play

(a) Mita reads in ___________ 4.
(b) Salam is Mita's ______________.
(c) Salam ___________ happy to meet Mita.
(d) Ayesha __________ in class three.
(e) Mita __________ herself to Salma

V. Greetings: Fill in the blanks. **4, 5**

(a) We have to say _______________________ for greeting in the morning.
(b) In the _______________________, we say good afternoon.
(c) In the evening, people say good ____________.
(d) Good night is said at _____________ for taking leave.
(e) "See you" or "Bye" is a greeting word.

VI. Read the passage from the text book, "Family" page 6, 7 (Model Question 2, 3. Q.No-1, 2, 3. Grammar book page 259 and 260

1. Fill in the blanks with appropriate words given in the box. There are three more words which you need not use.

primary	junior	doctor	Kushtia	Student	farmer	senior	High

(a) Farzana and Jamil live in ________________.
(b) They read in a ____________ school.
(c) Farzana is a ____________ of class four.
(d) Jamil is ____________ to Farzana.

(e) Rehana Parvin is a ____________.

2. Write true for correct statements and False for incorrect statements.

(a) Farzana is nine years old.

(b) Farzana is senior to Jamil.

(c) Rehana Parvin is a doctor.

(d) Farzana and Jamil are teachers.

(e) Rehana Parvin dislikes her job.

(f) Rehana Parvin is 33 years old.

3. Answer the following questions.

(a) Where do Farzana and Jamil live? Ans. Farzana and Jamil live in Kushtia.

(b) How old is Farzana? Ans. Farzana is 9 years old.

(c) What class does Jamil read in? Ans. Jamil reads in class 2.

(d) What do Farzana and Jamil like? Ans. Farzana and Jamil like school.

(e) Where does Rehana Parvin work? Ans. Rehana Parvin works at a hospital in Kushtia.

(f) Who does Rehana Parvin take care of? Ans. Rehana Parvin takes care of her patients.

VII. Home work / Class work (page 9 to 37)

VIII. Grammar

1.	What is syllable?	23
2.	Kinds of syllables with examples.	
3.	Home work (from Exercise Q. No- 7)	28
4.	What is sentence?	
5.	How many kinds of sentences are there and what are they? Give examples for each.	
6.	Home work (exercise No- 3)	41
7.	Definitions of Noun, Pronoun, Adjective and verb	49 to 66
8.	Kinds of noun with examples	
9.	Home work from exercise No- 3	53
10.	Pronoun, verb and adjectives with their examples.	
11.	Dialogue, Application and Essay as it is mentioned in the syllabus.	

"May God Bless You"

চতুর্থ শ্রেণি, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

প্রথম অধ্যায় - "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান"

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. কী দেখে আমরা অবাক হই?

উত্তরঃ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমরা অবাক হই।

২. ঈশ্বরকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয় কেন?

উত্তরঃ ঈশ্বর নিজেই নিজের স্রষ্টা এজন্য তাঁকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয়।

৩. কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়?

উত্তরঃ ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

৪. ঈশ্বরের রূপ কিভাবে প্রকাশিত হয়?

উত্তরঃ সকল সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ প্রকাশিত হয়।

৫. গাছপালা পশুপাখি আমাদের জন্য কি করে?

উত্তরঃ গাছপালা, পশুপাখি আমাদের অনেক উপকার করে।

৬. কি করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?

উত্তরঃ পশু, পাখি, গাছপালা, জীবজন্তু সহ সকল জীবকে ভালবাসলে ও তাদের পরিচর্যা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন ।

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন?

উত্তরঃ ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের লীলার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আনন্দ উপভোগ করা।

২. ঈশ্বরের লীলা বলতে কী বোঝায়? লীলা প্রকাশের জন্য ঈশ্বর কী করেন ?

উত্তরঃ ঈশ্বর যা কিছু করেন সেটাই তাঁর লীলা। লীলা প্রকাশের জন্য তিনি বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিচিত্র তাঁর লীলা। বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি ।

৩. ঈশ্বর 'সর্বশক্তিমান' ব্যাখ্যা করো।

উত্তরঃ ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি অনন্ত এবং সকল গুণের অধিকারী। তাঁর সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তিনি সবকিছু করতে পারেন। তিনি জীব ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তিনি সর্বশক্তির ঊর্ধ্বে । তাই তিনি সর্বশক্তিমান ।

৪.ঈশ্বরের সৃষ্টি এতো সুন্দর কেন?

উত্তরঃ ঈশ্বর জীবের অন্তরে বিরাজ করেন। আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সকল সৃষ্টির মাঝে সবসময় বিরাজ করেন। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর রূপ প্রকাশিত হয়। তাই ঈশ্বরের সৃষ্টি এত সুন্দর।

৫. সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা উচিত কেন?

উত্তরঃ সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের রূপ প্রকাশিত হয়। তাই ঈশ্বরকে ভালবাসতে হলে ভালবাসতে হবে তাঁর সকল সৃষ্টিকে। তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই তাকে ভালোবাসা। তাই তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা উচিত।

৬. বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

উত্তরঃ গাছপালা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন দেয়, ছায়া দেয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে । গাছপালা থেকে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি ও জ্বালানির জন্য কাঠ পেয়ে থাকি। এছাড়া গাছপালা আমারে ফলমূল দেয়। এই ফলমূল থেকে আমরা পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে থাকি। গাছপালা আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে ও পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তাই বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দেব-দেবী ও পূজা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাকে কী বলে ?

উত্তরঃ ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাকে দেবতা বা দেবদেবী বলে।

২. চারজন দেবদেবীর নাম লেখ।

উত্তরঃ চারজন দেবদেবী হলো-

১. ব্রহ্মা, ২. বিষ্ণু, ৩. শিব, ৪. দুর্গা

৩. বিষ্ণু কাদের দমন করেন ?

উত্তরঃ বিষ্ণুর দুষ্টের দমন করেন।

৪. কোন তিথিতে শিব পূজা করা হয় ?

উত্তরঃ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিব পূজা করা হয়।

৫. দুর্গাকে ত্রিনয়নী বলা হয় কেন?

উত্তরঃ তিনটি চোখ থাকার কারণে দেবী দুর্গাকে ত্রিনয়নী বলা হয়।

৬. ব্রহ্মা বামদিকের দুই হাতে কি কি থাকে?

উত্তরঃ ব্রহ্মার বামদিকের দুই হাতে থাকে কমন্ডলু ও ঘৃতপাত্র। ডান দিকের দু হাতে থাকে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ব্রহ্মার বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তার নাম ব্রহ্মা। তিনি সৃষ্টির দেবতা। তাঁর চার হাত , চার মুখ। তাঁর বাম হাতে আছে কমন্ডলু ও ঘৃত পাত্র । ডান হাতে আছে ঘী ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। তাঁর গায়ের রঙ রক্ত-গৌর। হংস তাঁর বাহন । লাল পদ্ম তাঁর আসন।

২. বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা করো।

উত্তরঃ ঈশ্বর বিষ্ণু রুপে আমাদের পালন করেন । চাঁদের আলোর মত বিষ্ণুর গায়ের রং । বিষ্ণুর চার হাত চার হাতে আছে শঙ্খ , চক্র , গদা ও পদ্ম। ওপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম।

৩. বিষ্ণু পূজা করলে কি ফল লাভ হয় ?

উত্তরঃ বিষ্ণু হচ্ছে ঈশ্বরের পালন রুপ। বিষ্ণু রুপে তিনি আমাদের পালন করেন। এবং তাঁর পূজা করলে সমস্ত পাপ দূর হয়। তখন নিষ্পাপ শরীরে প্রার্থনায় সিদ্ধিলাভ হয়।

৪. শিবের প্রনাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।

উত্তরঃ শিবের মন্ত্রের বাংলা অর্থ হচ্ছে তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর তুমিই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

৫) দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও?

উত্তরঃ দুর্গা হচ্ছে ঈশ্বরের শক্তির রূপ। তিনি সকলের দুর্গতি নাশ করেন এ জন্য তার নাম হয়েছে দুর্গা। দেবী দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো হলুদ। পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর চোখ তিনটি এ জন্য তাঁকে ত্রিনয়নী বলা হয়। তাঁর একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার হাত দশটি । তাই তাঁর আরেক নাম দশোভূজা। দশ হাতে তাঁর দশটি অস্ত্র থাকে এ অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সকল অশুভ শক্তিকে নাশ করে পৃথিবীকে শান্তিময় করেন।

৬. দুর্গার প্রনাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।

উত্তরঃ দেবী দুর্গার প্রনাম মন্ত্র বাংলা অর্থ হচ্ছে- সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয় স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার ।

অধ্যায়-৩ ধর্মগ্রন্থ

বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কী উপকার হয়?

উত্তরঃ ধর্মগ্রন্থে থাকে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা , জ্ঞানের কথা। মানুষের মঙ্গলের করা, জীবকে সেবা করা ইত্যাদি আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারি এবং জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে মন পবিত্র ও স্থির হয়, নীতি বোধ জাগ্রত হয়। ফলে আমরা সঠিক পথে জীবন পরিচালিত করতে পারি।

২. মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।

উত্তরঃ উদ্যোগ পর্বে পান্ডবরা তাদের শর্ত পূরণ করে দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠির এখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচ টি গ্রাম চাইলেন। দুর্যোধন তাও দিলেন না। কৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তখন পান্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

৩. যদুবংশ কীভাবে ধ্বংস হয়?

উত্তরঃ যদু বংশ ধ্বংসের কারণ যাদবরাই। একদিন মহর্ষি বিশামিত্র,কর্ণ্ব এবং নারদ দ্বারকায় এলেন। তখন কয়েকজন যাদব মহর্ষিদের প্রতারণা করার ফন্দি আঁটেন। তাঁরা শাম্বকে মহিলা সাজিয়ে মহর্ষিদের বললেন, দেখুন তো এর ছেলে হবে না মেয়ে হবে? মহর্ষিগণ প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা বললেন এর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হবে এবং এর দ্বারাই যদুবংশ ধ্বংস হবে। শ্রীকৃষ্ণের সামনে এ মুসল উপস্থিতির কারণেই যদুবংশ ধ্বংস হয়।

৪. 'ভীষ্মের শরশয্যা বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে দশ দিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের সময় ভীষ্মের শরীরে এত বেশি শর নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাঁর দেহ মাটিতে পড়ে না। তিনি শরের ওপর শুয়ে থাকেন। একেই বলে 'ভীষ্মের শরশয্যা'।

৫. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু কী?

উত্তরঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সম্মুখে আত্মীয় স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন- এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে তাতে পাপ হয় না । এতে অর্জুনের মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এসব উপদেশসমূহই হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

৬. মহাভারতের প্রধান শিক্ষা কী?

উত্তরঃ মহাভারতের প্রধান শিক্ষা হলো সত্যের জয় অসত্যের পরজয়। কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে

নিয়ে সুখি হওয়াই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। অধর্ম আচরণ করলে তার বিনাশ হয়।

৪র্থ শ্রেণি, বিষয়: ইসলাম শিক্ষা
শামীমা মিস: (01928184563)

১ম অধ্যায়: ইমান ও আকাইদ

বিদ্র: এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১। ইসলামের মূল কথা কি?
উত্তর: ইমান

২। আকিদা শব্দের বহু বচন কি?
উত্তর: আকাইদ ।

৩। ইমান অর্থ কি?
উত্তর: ইমান অর্থ বিশ্বাস।

৪। কাদীর শব্দের অর্থ কি?
উত্তর: সর্বশক্তিমান ।

৫। রব অর্থ কী?
উত্তর: রব অর্থ পালনকারী।

৬। রিজিক অর্থ কি?
উত্তর: রিজিক অর্থ খাদ্য।

৭। কালেমা অর্থ কি?
উত্তর: কালেমা অর্থ বাক্য।

৮। ইমানে মুজমাল অর্থ কি?
উত্তর: সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস।

৯। ইমানে মুফাস্‌সাল অর্থ কি?
উত্তর: বিস্তারিত বিশ্বাস।

১০। ওহি নিয়ে আসতেন কোন ফেরেশতা?
উত্তর: জিবরাইল (আ)।

১১। ইসলামের ভিত্তি কয়টি?
উত্তর: ইসলামের ভিত্তি ৫টি।

১২। ভালো কাজ আরম্ভ করার আগে কি বলতে হয়?
উত্তর: বিসমিল্লাহ।

১৩। শাহাদত অর্থ কি?
উত্তর: সাক্ষ্য দেওয়া।

১৪। সালাম অর্থ কি?
উত্তর: সালাম অর্থ শান্তি।

১৫। রাসুল অর্থ কি?
উত্তর: রাসুল অর্থ প্রেরিত পূরুষ।

১৬। আসমানি কিতাব কতখানা?
উত্তর: আসমানি কিতাব ১০৪ খানা।

১৭। আখিরাত অর্থ কি?
উত্তর: আখিরাত অর্থ পরকাল।

১৮। তকদির অর্থ কি?
উত্তর: তকদির অর্থ ভাগ্য।

১৯। ইসলামের মূল কথা কি?
উত্তর: ইসলামের মূল কথা হলো বিশ্বাস।

২০। কালেমা তয়্যিবা অর্থ কি?
উত্তর: কালেমা তয়্যিবা অর্থ পবিত্র বানী।

২১। বড় আসমানি কিতাব কয় খানা?
উত্তর: বড় আসমানি কিতাব ৪ খানা।

২২। ছোট কিতাবকে কি বলে?
উত্তর: ছোট কিতাবকে সহিফা বলে।

২৩। আল্লাহু সালামুন অর্থ কি?
উত্তর: আল্লাহ শান্তিদাতা।

২৪। সর্ব প্রথম নবি কে?
উত্তর: হযরত আদম (আ)।

২৫। ইমান মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?
উত্তর: ৭টি ।

২৬। সহিফা মানে কি?
উত্তর: পুস্তিকা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর:

১। আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুনের নাম লিখ?

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য গুনের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালার পাঁচটি গুন হলো-

ক. আল্লাহু মালিকুন অর্থ আল্লাহ অধিপতি ।
খ. আল্লাহু কাদীরুন অর্থ আল্লাহ সর্বশক্তিমান।
গ. আল্লাহু রাহমান অর্থ আল্লাহ পরম দয়ালু।
ঘ. আল্লাহু সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা।
ঙ. আল্লাহু রাব্বুন অর্থ আল্লাহ পালনকারী।

২। ইমানে মুফাসসালে কয়টি বিষয়ের উল্লেখ আছে?

উত্তর: ইমানে মুফাসসালে ৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে । যথা:

ক. আল্লাহ খ. ফেরেশতা
গ. কিতাব ঘ. রাসুলগণ
ঙ. শেষ দিবস চ. তাকদির
ছ. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

এ বিষয় গুলোর উপর মুসলমানগনের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ।

৩। চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম লিখ ।

উত্তরঃ চারজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতা হলেন:

ক. হযরত জিবরাইল (আ) খ. হযরত মিকাইল (আ)

গ. হযরত আযরাইল (আ) ঘ. হযরত ইসরাফিল (আ)

৪। চারখানা বড় কিতাবের নাম লিখ ।

উত্তরঃ চারখানা বড় কিতাব হলো :

ক. তাওরাত খ. যাবূর

গ. ইনজীল ঘ. কুরআন মাজিদ ।

৫। প্রশ্ন : দশজন নবি- রাসুলের নাম লিখ ।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তার মধ্য থেকে দশ জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ করা হলো। দশ জন নবি-রাসূলের নাম হলো:

ক. হযরত আদম (আ) খ. হযরত ইদরীস (আ)

গ. হযরত নূহ (আ) ঘ. হযরত ইবরাহীম (আ)

ঙ. হযরত ইসমাইল (আ) চ. হযরত দাউদ (আ)

ছ. হযরত সুলাইমান (আ) জ. হযরত মূসা (আ)

ঝ. হযরত ইসা (আ) ঞ. হযরত মুহাম্মদ (স)

৬। আসমানি কিতাব কতো খানা?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীসমূহের সমষ্টি হলো আসমানি কিতাব। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন নবি-রাসুলগণের উপরে ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। তার মধ্যে ১০০ খানা ছোট এবং ৪ খানা বড়।

৭। ছোট কিতাবকে কী বলে?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীর সমষ্টিকে আসমানি কিতাব বলে। আসমানি কিতাব মোট ১০৪ খানা। তার মধ্যে ১০০ খানা ছোট এবং ৪ খানা বড়। এই ছোট কিতাবকেই বলে সহিফা। সহিফা অর্থ বই বা পুস্তিকা।

৮। সর্বশেষ নবি কে?

উত্তরঃ এই পৃথিবীর সর্বশেষ নবি হলেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন-উত্তরঃ

১। সংক্ষেপে আল্লাহর পরিচয় দাও ।

উত্তরঃ আমাদের চার পাশে যা কিছু দেখতে পাই তার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ। আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, নদী-নালা, আলো, বাতাস, মেঘ-বৃষ্টি, গাছ-পালা দৃশ্য ও অদৃশ্য যা কিছু এ দুনিয়া ও আখিরাতে আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা,রিজিকদাতা ও রক্ষাকর্তা। প্রকৃতিতে বিরাজমান সব জিনিসের দিকে ভালো করে তাকালেই মহান আল্লাহ তায়ালার পরিচয় পাওয়া যায়।

২। আল্লাহ তায়ালার কয়েকটি গুণের নাম লিখ ।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ তায়ালার গুনের কথা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না।নিচে কয়েকটি গুনের কথা উল্লেখ করা হলো:

ক.আল্লাহ মালিক অর্থ আল্লাহ বিশ্বজাহানের অধিপতি। আমাদের বসবাসের এই পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি ।

খ. আল্লাহ কাদির অর্থ আল্লাহ সর্বশক্তিমান । এই আকাশ, বাতাস, চন্দ্রসূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

গ. আল্লাহ হাকিম অর্থ আল্লাহ হুকুমদাতা, বিধানদাতা । তাঁর হুকুমে সবকিছু চলে । তিনি যাকে ইচ্ছা রক্ষা করেন; আবার যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন ।

ঘ. আল্লাহ সালাম অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা । আমাদের যে কোন বিপদ, অসুস্থতায় মুক্তি পেতে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মুক্তি দেন।

৩ । আল্লাহ সর্বশক্তিমান কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লিখ ।

উত্তরঃ আল্লাহ কাদিরুন। কাদির অর্থ সর্বশক্তিমান অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান । তিনি অসীম শক্তির অধিকারী । সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রানিজগতের সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনি মানুষের জন্য এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু এসবই তাঁর সৃষ্টি এবং সৃষ্টি জগৎ তাঁর হুকুমেই চলে । তিনি এগুলোর মালিক । তাই আমরা তাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ওপর ভরসা রাখব ও সাহায্য চাইব

৪। আল্লাহ শান্তিদাতা বাক্যটি বুঝিয়ে লিখ ।

উত্তরঃ আল্লাহ সালামুন । সালাম অর্থ শান্তি। আল্লাহ সালামুন অর্থ আল্লাহ শান্তিদাতা। আমাদের শরীর ও মন ভালো না থাকলে আমাদের শান্তি লাগেনা। কোন অশান্তি হতে মুক্তি পেতে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইলে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে আমাদের মনে শান্তি আসে। সমাজে শান্তি বৃদ্ধির জন্য আমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময় করব । একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই শান্তিদাতা । যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি দিবেন । আমরা আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা বলে বিশ্বাস করব । একমাত্র তাঁর কাছেই শান্তি চাইব ।

৫। কালেমা শাহাদত অর্থসহ বাংলায় লিখ ।

উত্তর: কালেমা শাহাদত ঃ আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু ।

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই । তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল ।

৬। ইমান মুজমাল অর্থসহ বাংলায় লিখ ।

উত্তর: ইমান মুজমাল ঃ আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামিআ আহকামিহি ওয়া আরকানিহি ।

অর্থ ঃ আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সব নাম ও গুনাবলিসহ । আর মেনে নিলাম তাঁর সব হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান।

৭। ইমানে মুফাসসালে উল্লেখিত বিষয়গুলোর নাম লেখ ।

উত্তর: ইমান মুফাসসালে উল্লেখিত বিষয়গুলো হলো ঃ

ক. আল্লাহর উপর বিশ্বাস । আমাদের ইমানের প্রথম বিষয়টি হলো আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন। আমরা বিশ্বাস করবো তিনি এক ও অদ্বিতীয় । তাঁর কোন শরিক নেই।

খ. ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস। আমরা ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব। তারা আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন ।

গ. আসমানি কিতাবের উপর বিশ্বাস। আমরা এই কিতাব সমূহে বিশ্বাস রাখব।

ঘ. নবি ও রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস । নবি-রাসুল গণের উপর বিশ্বাস করবো।

ঙ. শেষ দিবসে বিশ্বাস । আমরা বিশ্বাস করব দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী।

চ. তকদিরে বিশ্বাস । আমরা চেষ্টা করবো কিন্তু তার ফলাফল দেবেন আল্লাহ তায়ালা। তাই আমরা ভাগ্যে বা তকদিরে বিশ্বাস রাখব।

ছ. মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস । মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করে আমরা ভালো কাজ করব ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকব।

৮। আল্লাহর উপর বিশ্বাস কথাটি বুঝিয়ে লিখ ।

উত্তর: ইমানের প্রথম কথাই হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তাঁর সত্তায় এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক নেই। আমাদের সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন আর আমাদের মৃত্যুর পরেও তিনি থাকবেন। তিনিই আমাদের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। আমরা যেকোন কাজে তাঁর ওপর ভরসা রাখব। আমরা মহান আল্লাহ তায়ালার ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের জীবনকে সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করব।

৯। প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম ও তাঁদের কাজ বর্ণনা কর ।

উত্তর: প্রসিদ্ধ ফেরেশতাদের নাম: ফেরেসতাদের সংখ্যা অনেক, ফেরেশতাদের আল্লাহ তায়ালা নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে চার জন প্রসিদ্ধ। এই চার জন ফেরেসতার নাম ও কাজ নিচে দেওয়া হলো :-

ক. হযরত জিবরাইল (আ): তিনি আল্লাহর হুকুমে নবি-রাসুলগণের নিকটে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসতেন।ওহি মানে আল্লাহর বাণী।

খ. হযরত মিকাইল (আ): তিনি জীবের জীবিকা বন্টন এবং মেঘ-বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্ব পালন করেন।

গ. হযরত আযরাইল (আ): তিনি আল্লাহর হুকুমে মানুষ, জিন, পশু-পাখি ও সকল প্রাণীর জান কবজ করেন।

ঘ. হযরত ইসরাফিল (আ): কিয়ামতের সময় তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। তাতে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। পরে আল্লাহর হুকুমে তিনি আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন। সব কিছু আবার জীবন ফিরে পাবে।

১০। আসমানি কিতাব কাকে বলে? সংক্ষেপে সর্বশেষ আসমানি কিতাবের বর্ণনা দাও।

উত্তর: আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে যুগে যুগে নবি ও রাসুলগণের ওপর ওহির মাধ্যমে মানুষের হিদায়েত, কল্যান ও মুক্তির কথাসমৃদ্ধ যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলে।ওহি অর্থ আল্লাহর বাণী। কখনো এই বাণী কিতাবরুপে এসেছে। তাই এ কিতাবকে আসমানি কিতাব বলে। বড় কিতাব চার খানা। এগুলো হলো:-১. তাওরাত ২. যাবূর ৩. ইনজিল ও ৪. কুরআন মজিদ।

<u>২য় অধ্যায়: ইবাদত</u>

বিদ্রঃ এই প্রশ্নগুলো থেকে বহুনির্বাচনী, শুন্যস্থান ও মিলকরণ থাকবে তাই প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তর ভাল করে শিখবে।

১। ইবাদত অর্থ কি?
উত্তর: গালামি করা।

২। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন কেন?
উত্তর: আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

৩। তাহারাত অর্থ কি?
উত্তর: তাহারাত অর্থ পবিত্রতা।

৪। ওযুর ফরজ কয়টি?
উত্তর: ওযুর ফরজ ৪টি।

৫। ওযুর সুন্নত কয়টি?
উত্তর: ওযুর সুন্নত ১১টি।

৬। সালাতের আগে ওযু করা কি?
উত্তর: সালাতের আগে ওযু করা ফরজ।

৭। গোসলের ফরজ কয়টি?
উত্তর: গোসলের ফরজ ৩টি।

৮। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন কে?
উত্তর: ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল।

৯। কোন আযানে ঘুম ভাঙ্গানোর ডাক দেওয়া হয়?
উত্তর: ফজরের আযানে।

১০। আযান কি?
উত্তর: আযান হলো নামাযের আহ্বান।

১১। ইকামত কি?
উত্তর: ইকামত হলো জামাত শুরুর ঘোষনা।

১২। সালাতের আহকাম কয়টি?
উত্তর: সালাতের আহকাম ৭টি।

১৩। সালাতের আরকান কয়টি?
উত্তর: সালাতের আরকান ৭টি।

১৪। সালাতে দরুদ কখন পড়তে হয়?
উত্তর: শেষ বৈঠকে।

১৫। কি দ্বারা সালাত শেষ করতে হয়?
উত্তর: সালাম দ্বারা সালাত শেষ করতে হয়।

১৬। খুতবা অর্থ কি?
উত্তর: খুতবা অর্থ বক্তৃতা।

১৭। খুতবা শোনা কি?
উত্তর: খুতবা শোনা ওয়াজিব।

১৮। জুমুআর সালাত মোট কয় রাকআত?
উত্তর: জুমুআর সালাত মোট দশ রাকআত।

১৯। জুমুআর সালাতে কয় রাকআত ফরজ?
উত্তর: দুই রাকআত ফরজ।

২০। ঈদ অর্থ কি?
উত্তর: ঈদ অর্থ আনন্দ।

২১। ফিতর অর্থ কি?
উত্তর: ফিতর অর্থ রোজা ভঙ্গ করা।

২২। ঈদের দিনে রোজা রাখা কি?
উত্তর: ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম।

২৩। ঈদুল আযহা মানে কি?
উত্তর: ঈদুলআযহা হলো কুরবানির ঈদ।

২৪। আরবি কোন মাসে ঈদুলআযহা অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: আরবি জিলহজ মাসে।

২৫। আরবি জিলহজ মাসের কত তারিখে ঈদুলআযহা হয়?
উত্তর: জিলহজ মাসের দশম তারিখে।

<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তরঃ</u>

<u>১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।</u>
উত্তর: আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রধান ইবাদত হলো সালাত। দিনে রাতে পাঁচ বার সালাত আদায় করতে হয়। পাচঁ ওয়াক্ত সালাত হলোঃ ক) ফজর খ) জোহর গ) আসর
ঘ) মাগরিব ঙ) এশা

<u>২। তাহারাত সম্পর্কে মহানবী(স) কী বলেন ?</u>
উত্তর: পাক- পবিত্র থাকাকেই তাহারাত বলে। তাহারাত অর্থ পবিত্রতা। তাহারাত সম্পর্কে মহানবি(স) বলেন, "যারা পাক পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদের ভালো বাসেন"। তিনি আরও বলেন, "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।"

<u>৩। 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' অর্থ কি?</u>
উত্তর: ফজরের আযানে ঘুম ভাঙ্গানোর ডাক দেওয়া হয়। বলতে হয়: 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' এর অর্থ- ঘুম থেকে সালাত উত্তম।

<u>৪। মাগরিব নামাজের ওয়াক্ত কখন শুরু [illegible] ?</u>
[illegible]: সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহ তায়ালার আদেশ। মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত হলো: সূ[illegible] সাথে মাগরিব নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে [illegible]

<u>[illegible] সুন্ন[illegible] ?</u>
[illegible]: [illegible] সুন্ন[illegible]-

-[illegible] -খুশবু মাখা

-[illegible] -মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া

-[illegible]

বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর

[illegible] ই[illegible] [illegible]? [illegible]?

[illegible] : ইবাদত শব্দের অর্থ :গোলামি করা, [illegible] [illegible] ‘ই[illegible]’ [illegible] অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালন করা। [illegible] ই[illegible] যে[illegible] [illegible], [illegible], কু[illegible] [illegible], [illegible]- নিষেধ মান্য করা ইত্যাদি সবই ই[illegible]

[illegible] ওযুর ফরজ কয়টি ও কি কি?

[illegible]: [illegible] [illegible]টি [illegible]-

[illegible] সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া।

খ। কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া ।

[illegible]

ঘ। গিরাসহ দুই পা একবার ধোয়া

তবে তিনবার ধোয়া সুন্নত ।

[illegible] [illegible]টি [illegible]?

[illegible] : গোসলে অবশ্য করণীয় কাজগুলোকে গোসলের ফরজ বলা হয়। গোসলের ফরজ তিনটি। যেমন-

[illegible] কু[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আযানের গুরুত্ব [illegible]।

[illegible] : [illegible] ([illegible]) মু[illegible] জন্য তাগিদ দিয়েছেন । সালাত শুরুর পূর্বে [illegible] অর্থাৎ আযান হলো সালাতের জন্য আহ্বান । সালাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। মানুষ সেই ধ্বনি শুনে মসজিদে ছুটে যায় সালাত আদায়ের উদ্দেশে। তাই [illegible] গুরুত্ব [illegible]

[illegible] [illegible]টি [illegible]?

[illegible] : সালাত শুরুকরার আগে সাতটি ফরজ কাজ করতে [illegible]-

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ([illegible])

৫। কিবলামুখী হওয়া ৬। নিয়ত করা

৭। সময়মতো সালাত আদায় করা।

[illegible] [illegible]টি [illegible]?

[illegible]: [illegible]টি [illegible] এগুলোকে সালাতের আরকান বলে। আরকানগুলো নিম্নরূপঃ-

[illegible] ‘আল্লাহু আকবর’ [illegible] শুরু [illegible]

[illegible] [illegible]ং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে কোন [illegible]

[illegible] [illegible]ং কুরআন মজিদের কিছু অংশ তিলাওয়াত [illegible]

[illegible] রুকু [illegible]

[illegible]

[illegible]।

[illegible]।

উপর্যুক্ত আরকানগুলোর যেকোন [illegible]টি [illegible]

[illegible]।

[illegible]: ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। একজন মুমিন ব্যক্তিকে দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে হয়। সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাই সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতের কিছু সামাজিক গুরুত্বও লক্ষ করা যায়, [illegible]-

প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায়ের উদ্দেশে আমরা মসজিদে মিলিত হই। এতে পারিবারিক সৌহার্দ্য বিনিময় হয় এবং একে অন্যের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ তৈরি [illegible]

[illegible]।

[illegible] : [illegible]-

প্রথমে সারিবদ্ধ হয়ে ইমামের পিছনে দাঁড়াব। নিয়ত করে, আল্লাহু আকবর বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে তাহরিমা বাঁধব। সানা পাঠ করবো। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে [illegible]

অন্যান্য সালাতের মতো সূরা ফাতিহা ও যেকোনো সূরা পাঠ করবেন এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করে প্রথম রাকআত [illegible] অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম সাহেব সূরা [illegible] দেবেন। চতুর্থবার আল্লাহু আকবর বলে সাথে রুকু [illegible]

[illegible] [illegible]ৎপর্য লেখ।

[illegible]: ঈদের সালাতের সামাজিক তাৎপর্য হলো- [illegible] সারা এলাকার মুসল্লিরা ঈদগাহে একত্রিত হন। সেদিন সবাই [illegible] কোলাকোলি করেন। এতে ধনী গরিবের কোন [illegible] এতে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। এ দিন পারা-প্র[illegible], গরিব দুঃখীর খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং তাদের মু[illegible]

“ আল্লাহ সর্বশক্তিমান”

শ্রেণি: চতুর্থ, বিষয়: গণিত,
(লাসার স্যার - **01682618019)**

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ:

ক. এক অযুত অর্থ হলো- ১ হাজার/১০ হাজার/১ লক্ষ/১০ লক্ষ
খ. ৩৭১৯৯৩, ২৪৫৬৮৯১, ৩৭০৪২৩১, ৪৫৮৯৪৭৬ এখানে কোন সংখ্যাটি ছোট? ১ম টি/ ২য় টি/ ৩য় টি/ ৪র্থ টি
গ. এক অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোনটি? ০ / ১ / ১০ / ৯
ঘ. ০, ২, ৯, ৬, ৮, ৪ দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা কোনটি? ৯৮৬৪২০/৯৮৬৪০২/২০৪৬৮৯/৮৯৬৪২০
ঙ. ৯৯৯ এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত? ১০০/১০০০/১০০০০/১০০১
চ. ১০০০০ হাজার এর পূর্বের সংখ্যাটি কত? ৯৯৯৯/৯৯৯/১০০৯৯/৯৯৯৯৯৯
ছ. ১ বছরে কত মাস? ১২ / ২১ / ২৪ / ৭
জ. ৭৬০০ ÷ ২০০ = কত? ৭৬/ ১০০/ ৩৮/ ২০০
ঝ. ৪৮০ × ১৯০ = কত? ৯১২০/ ৪৮০০/৯১২০০/ ৯২১০০
ঞ. ২০০০০ - ১৮৭৬০ = কত? ১২৪০/ ১৩৪০/ ১১৪০/ ১২৬০

২ । ছোট প্রশ্নের উত্তরগুলো খাতায় লেখ:

ক. এক হাজারকে অঙ্কে লেখ।
খ. ৮৭২৯৩১ কে কথায় লেখ।
গ. ১৩৫২৪৬৮৯ সংখ্যাটির সঠিক স্থানে কমা বসাও।
ঘ. ১০০ × ১০ = কত?
ঙ. ৫১৭৮৫৭২ সংখ্যাটিতে ৮ এর স্থানীয় মান কত?
চ. ১১১০০ ☐ ১১০০১ (</>/= চিহ্ন ব্যবহার করে ছোট-বড় নির্ণয় কর)।
ছ. পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি লেখ।
জ. ৫০০০০ + ৪০০০ + ৩০০ + ২০ + ১ = কত?
ঝ. ৪৯০০ - ৩৭০০ = কত?
ঞ. ২৪০ ÷ ৩০ = কত?

সঠিক উত্তর ও ছোট প্রশ্নের জন্য আরো পড়বে- পৃ. ৩-৮, ১০-১৯, ২২, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৫৬।

৩-৯ নং এর জন্য সমাধান করবে- পৃ. ৩২, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৫৭।

১০। জ্যামিতির জন্য পড়বে (পৃ. ১৪৩-১৫৪)।
সরলরেখার বৈশিষ্টগুলো কী কী?, রেখাংশ কী?, রশ্মি কী?, কোণ পরিমাপের একক কী?, বিভিন্ন প্রকার কোণের নাম, পরিমাপ ও চিত্র (পৃ. ১৫২-১৫৪)।

এ্যাসাইনমেন্ট	পৃ: ১৫(৩নং), ১৭(৭নং), ১৮, ৩২,৩৩, ৪২,৪৩,৫৬(৪.৫),৫৭,৬৫।

চতুর্থ শ্রেণি, বিষয়: প্রাথমিক বিজ্ঞান
(গ্লোরিয়া মিস-01682130899)

বি: দ্র:

* প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সিলেবাস: অধ্যায় (১, ২, ৩, ৪, ৫)।
* সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য প্রতিটি অধ্যায় (১, ২, ৩, ৪, ৫) ১ বার পড়বে।
* শুধুমাত্র অনুশীলনী সঠিক উত্তর ও শূন্যস্থান পূরণ গুলো C.W খাতায় লিখবে ।
* রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর গুলো তিন বার পড়বে ও C.W খাতায় একবার করে লিখবে।
* এই কাজগুলো বাড়ির কাজ (H.W) দেওয়া হলো ।

অধ্যায়: ১ (জীব ও পরিবেশ)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। মানুষ কীভাবে পরিবেশের পরিবর্তন করছে?

উত্তর: মানুষ নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন করছে। যেমন:

১) প্রয়োজনীয় জ্বালানি এবং গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর জন্য অনবরত গাছ কাটার মাধ্যমে।
২) শস্য উৎপাদন, খামার তৈরি এবং বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা তৈরিতে বনভূমি নষ্ট করার মাধ্যমে।
৩) বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে।

২। একটি ইট সবুজ ঘাসের উপর কয়েক দিন রেখে দিলে চাপা পড়া ঘাসের কী ঘটবে? কেন ঘটবে?

উত্তর: একটি ইট সবুজ ঘাসের উপর কয়েক দিন রেখে দিলে চাপা পড়া ঘাসগুলো সাদা রং ধারণ করবে। কারণ উদ্ভিদের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য পানি, সূর্যের আলো ও বায়ু প্রয়োজন। পাতার সবুজ বর্ণের জন্য সূর্যের আলোই দায়ী। ইট চাপা দেওয়া হলে সবুজ ঘাসগুলো সূর্যের আলো পাবে না। ফলে ঘাসগুলো সাদা রং ধারণ করবে।

৩। পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে জীব কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

উত্তর: পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খড়া, ঝড় এবং ভূমিধস হতে পারে। এর ফলে নিম্নলিখিত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়-

১) মানুষ ও অন্যান্য জীবের মৃত্যু ঘটে।
২) বাসস্থান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৩) ফসলের জমি নষ্ট হয়।
৪) গাছপালা, বনভূমি নষ্ট হয়ে যায়।

৪। আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থলের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থলের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

আবাসস্থল	আশ্রয়স্থল
১। আবাসস্থল উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিরুপ আবহাওয়া ও আক্রমণকারী প্রাণী থেকে রক্ষা করতে পারে না।	১। আশ্রয়স্থল হলো প্রাণীর জন্য একটি নিরাপদ স্থান, যা তাকে আক্রমণকারী প্রাণী বা বিরুপ আবহাওয়া যেমন- ঝড়, বন্যা, বাদল থেকে রক্ষা করে।
২। সকল জীবের জন্যই আবাসস্থল প্রয়োজন।	২। শুধুমাত্র প্রাণীর জন্য আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন।
৩। আবাসস্থলে উদ্ভিদ জন্ম নেয় এবং প্রাণী বাস করে।	৩। প্রাণী নিজেদের প্রয়োজনমতো নিরাপদভাবে আশ্রয়স্থল তৈরি করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে?

উত্তর: খরা, বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

২। জীবের বেঁচে থাকার জন্য কী কী প্রয়োজন?

উত্তর: জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, আবাসস্থল, পানি এবং বায়ু প্রয়োজন।

৩। উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে কী কী প্রয়োজন?
উত্তর: উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সূর্যের আলো, পানি এবং বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োজন।

৪। প্রাণীদের আশ্রয়স্থল কেন প্রয়োজন ?
উত্তর: আশ্রয়স্থল হলো প্রাণীর জন্য একটি নিরাপদ স্থান, যা তাকে আক্রমণকারী প্রানী বা বিরূপ আবহাওয়া যেমন- ঝড়, বাদল থেকে রক্ষা করে। তাই প্রাণীদের জন্য আশ্রয়স্থল প্রয়োজন।

৫। আবাসস্থল কাকে বলে?
উত্তর: উদ্ভিদ যে জায়গায় জন্মে এবং প্রাণী যে বিশেষ জায়গায় বাস করে তাকে তার আবাসস্থল বলে।

অধ্যায়: ২ (উদ্ভিদ ও প্রাণী)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ক্যাকটাস ও উট কীভাবে মরুভূমিতে টিকে থাকে?
উত্তর: মরুভূমি হলো অত্যন্ত শুষ্ক স্থান যেখানে পানির পরিমাণ খুবই কম থাকে। এখানে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। ক্যাকটাস মরুভূমিতে জন্মানো এক ধরনের কাঁটা জাতীয় উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের কান্ড ও পাতা রসালো হয় এবং বহিরাবরণ মসৃণ হয় যা পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ক্যাকটাস উদ্ভিদের কান্ড ও পাতায় পানি ধরে রাখতে পারে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই ক্যাকটাস মরু ভূমিতে খুব সহজেই টিকে থাকতে পারে। ঠিক তেমনি উট মরুভূমির প্রাণী। উট তার পিঠের কুঁজে চর্বি জমিয়ে রাখে। এই চর্বি তাকে দীর্ঘ সময় পানি ও খাবার ছাড়া মরুভূমির পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

২) উদ্ভিদ ও প্রাণী কেন বিলুপ্ত হয়?
উত্তর: খরা, বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্যও পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবেশের এই পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস হচ্ছে। যার ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে। যেমন: ডোডো পাখি এবং তাসমেনিয়ান বাঘ।

৩) পেঙ্গুইন কোন অঞ্চলের প্রাণী? এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
উত্তর: পেঙ্গুইন মেরু অঞ্চলের প্রাণী। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-
১) এই অঞ্চলের আবহাওয়া প্রচন্ড ঠান্ডা।
২) এই অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গা বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত।
৩) এই অঞ্চলের ঘাস ও পাইন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।
৪) এই অঞ্চলের প্রাণীর চামড়া অত্যন্ত পুরু এবং পশমে ঢাকা থাকে।

৪। উদ্ভিদ কোথায় কোথায় জন্মে?
উত্তর: উদ্ভিদ বিভিন্ন স্থানে জন্মে। কিছু উদ্ভিদ মাটি ও প্রখর সূর্যের আলোকযুক্ত স্থানে জন্মে। যেমন - আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি। মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ ছায়াযুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে শীতল স্থানে জন্মে। কচুরিপানা, শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি উদ্ভিদ পানিতে জন্মে । আবার হেলেঞ্চা, কলমি ইত্যাদি উদ্ভিদ মাটি ও পানি উভয় পরিবেশেই জন্মে । সুন্দরবনের লবণাক্ত পরিবেশে সুন্দরি, গরান, কেওড়া, ইত্যাদি জন্মে। কোনো কোনো উদ্ভিদ আবার অন্য কোনো উদ্ভিদের উপর জন্মে । যেমন- স্বর্ণলতা, রাস্না ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে ৩টি পার্থক্য লেখ?
উত্তর: উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে ৩টি পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

উদ্ভিদ	প্রাণী
উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে।	প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না।
উদ্ভিদ সাধারণত মূল, কান্ড এবং পাতা দ্বারা গঠিত।	প্রাণী সাধারণত হাত, পা, এবং ডানা বা পাখনা দ্বারা গঠিত।
উদ্ভিদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে না।	প্রাণী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে ।

২। কী কী কারণে পরিবেশের পরির্বতন হয়?

উত্তর: খরা, বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্যও পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়।

৩। উদ্ভিদ এবং প্রাণীর ৪টি আবাসস্থলের নাম লেখ?

উত্তর: উদ্ভিদের ৪টি আবাসস্থলের নাম হলো-

১) ছায়াযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে শীতল স্থান। ২) মাটি। ৩) পানি। ৪) পুরনো দেয়াল।

প্রাণীর ৪টি আবাসস্থলের নাম হলো-

১) মাটির গর্ত। ২) বন-জঙ্গল। ৩) পানি। ৪) গাছের ডাল বা কোটর ।

৪। পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কাকে বলে? দুটি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের নাম লেখ।

উত্তর: যে সব উদ্ভিদ অন্য কোনো বড় উদ্ভিদের উপর জন্মে তাদের পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বলে। দুটি পরাশ্রায়ী উদ্ভিদের নাম হলো- স্বর্ণলতা, রাস্না।

অধ্যায়: ৩ (মাটি)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। কীভাবে আমরা মাটি দূষণ রোধ করতে পারি বর্ণনা কর?

উত্তর: দৈনন্দিন জীবনে কিছু ভালো অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে আমরা মাটি দূষণ রোধ করতে পারি। যেমন:

১। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা- আবর্জনা ফেলা,

২। জিনিসপত্রের ব্যবহার কমানো, পুনঃব্যবহার এবং রিসাইকেল করা এবং

৩। জমিতে জৈব সার যেমন- কম্পোস্ট ব্যবহার করা।

২। জীবের জন্য মাটি গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা কর?

উত্তর: জীবের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত দরকারি একটি উপাদান হলো মাটি। এ মাটিই হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণি তথা জীবের আবাসস্থল। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মাটিই জীবকে খাদ্য সরবরাহ করতে সাহায্য করে। যেমন: মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে উদ্ভিদ জন্মে। আর প্রাণি এ উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়া নানাবিধ কাজে মানুষ মাটি ব্যবহার করে। যেমন: কৃষি কাজে, গৃহ নির্মাণে, মৃৎশিল্পে, আবর্জনা ফেলার স্থান হিসাবে মাটি ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। এ সকল কারণে মাটি জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৩। মাটি কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

উত্তর: মাটি সংরক্ষণ বলতে বোঝায় মাটির ক্ষয় রোধ করা বা মাটির উর্বরতা বজায় রাখা। বায়ুপ্রবাহ বা অতি বৃষ্টিতে মাটির উপরের স্তর সরে গিয়ে মাটি ক্ষয় হয়। তাই বিনা কারণে বনজঙ্গল ধ্বংস বা গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে। উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে মাটি আটকে রাখে। তাই অধিক হারে কৃষি জমিতে উঁচু আইল বাঁধতে হবে। জমিতে ধীরগতিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সার কাকে বলে? সার কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: মাটির হারানো পুষ্টি উপাদান ফিরে পেতে যেটি সাহায্য করে তাকে সার বলে। সার দুই প্রকার। যথা- জৈব ও অজৈব সার। গোবর সার ও কম্পোষ্ট জৈব সার এবং ইউরিয়া ও টিএসপি অজৈব সার।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। আমাদের জীবনে মাটির পাঁচটি ব্যবহার লেখ।

উত্তর: আমাদের জীবনে মাটির পাঁচটি ব্যবহার হলো:

উদ্ভিদ জন্মানো, ইট তৈরিতে, ঘরবাড়ি ও দালানকোঠা তৈরিতে, মৃৎশিল্প তৈরিতে ও ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ভাগাড় তৈরিতে মাটি ব্যবহার করা হয়।

২। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য কী কী প্রয়োজন?

উত্তর: উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য, পানি, আলো ও মাটি প্রয়োজন।

৩। মাটির উর্বরতা কী?
উত্তর: মাটির উর্বরতা হচ্ছে মাটির ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা।

৪। মাটির উর্বরতা বজায় রাখার উপায় কী কী?
উত্তর: মাটির উর্বরতা বজায় রাখার উপায় হলো-
১) মাটিতে নিয়মিত সার ব্যবহার করা।
২) জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করা।
৩) শিম জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা।

অধ্যায়: ৪ (খাদ্য)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। সুষম খাদ্য কেন প্রয়োজন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আমাদের প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ সুষম খাদ্য-
১) আমাদের কাজ করার শক্তি প্রদান করে।
২) দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৩) দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে। অর্থাৎ শারীরিক সুস্থতার জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

২। পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান পাওয়া সহজ উপায় বর্ণনা কর।
উত্তর: পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান সহজে পাওয়ার জন্য আমাদের প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সকাল, দুপুর ও রাতের খাবারে ছয়টি খাদ্য দলের পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত রয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে। মোট কথা সঠিক খাদ্য তালিকা নির্বাচনের মাধ্যমেই সহজে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান পাওয়া সম্ভব।

৩। ভিটামিন কী? ভিটামিন কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর: ভিটামিন একটি পুষ্টি উপাদান যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে দেহকে কর্মক্ষম রাখে তাকে পুষ্টি বলে। দেহে সুনির্দিষ্ট কাজ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিটামিন ছয় প্রকার। যথা-
১। ভিটামিন 'এ' ২। ভিটামিন 'ডি' ৩। ভিটামিন 'ই' ৪। ভিটামিন'কে' ৫। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স ৬। ভিটামিন'সি'।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ভিটামিন 'সি' এর উৎস কী?

উত্তর: ভিটামিন 'সি' এর উৎস হলো বিভিন্ন ধরনের ফল, যেমন- পেয়ারা, আমলকী, কমলা, লেবু এবং শাকসবজি যেমন- টমেটো, বাঁধাকপি, ব্রোকলি ইত্যাদি।

২। ভিটামিন 'এ' এর কাজ কী?

উত্তর: ভিটামিন 'এ' এর কাজ হলো স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখা, সুস্থ ত্বক ও দাঁত গঠন করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৩। ভিটামিনের অভাবে হতে পারে এমন তিনটি রোগের নাম লেখ।
উত্তর: ভিটামিনের অভাবে হতে পারে এরূপ তিনটি রোগের নাম হলো -
১) ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়।
২) ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স এর অভাবে বেরিবেরি এবং
৩) ভিটামিন 'সি' এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

৪। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স কী? এটি কোথায় পাওয়া যায়?
উত্তর: ভিটামিন 'বি' বিভিন্ন ভিটামিন নিয়ে গঠিত ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স। এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়। ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স এটি পাওয়া যায় দানাশস্য, দুগ্ধজাত খাদ্য, মাছ, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

৫। খাদ্য কী? খাদ্যের উপাদান কয়টি ও কী কী?
উত্তর: যেসব দ্রব্য আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধন করে, তাকে খাদ্য বলে। খাদ্যেরে উপাদান ছয়টি। যথা-
১। আমিষ ২। শর্করা ৩। স্নেহ বা তেল ৪। ভিটামিন ৫। খনিজ লবণ ৬। পানি ।

<u>অধ্যায়: ৫ (স্বাস্থ্যবিধি)</u>

<u>**রচনামূলক প্রশ্ন:**</u>

১। কীভাবে পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করা যায়?

উত্তর: পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করার উপায়: ১) পানিতে জীবাণু বিস্তার রোধ করা।
২) সবসময় নিরাপদ পানি পান করা। ৩) খোলা ও বাসি খাবার না খাওয়া।
৪) খাওয়ার পূর্বে এবং মল ত্যাগের পর সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।
৫) যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।

২। শরীর সুস্থ রাখতে হলে আমাদের কী কী করতে হবে?

উত্তর: শরীর সুস্থ রাখতে হলে যা যা করতে হবে:
১) সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ২) নিরাপদ পানি পান করতে হবে।
৩) ফলমূল খাওয়ার আগে ও শাক-সবজি রান্নার আগে নিরাপদ পানি দিয়ে ধুতে হবে।
৪) খাবার সবসময় ঢেকে রাখতে হবে, যেন মাছি বা পোকা-মাকড় না বসে।
৫) খাবারের পূর্বে ও মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে ভালো ভাবে হাত ধুতে হবে।

৩। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর: পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার উপায়সমূহ:
১) প্রতিদিন পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে। ২) প্রতিদিন সকালে ও রাতে দাঁত ব্রাশ করতে হবে।
৩) খাওয়ার পূর্বে ও পরে ভালো করে হাত ধুতে হবে। ৪) নিয়মিত জামা কাপড় পরিষ্কার করতে হবে।
৫) ত্বক, চুল, নখ, চোখ এবং কানের যত্ন নিতে হবে। ৬) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে।

৪। পানিবাহিত রোগ কীভাবে ছড়ায়?

উত্তর: মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের ফলে তা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে পুকুরসহ অন্যান্য জলাশয়ে পড়ে। ফলে পানি দূষিত হয়। দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে যেমন- পান করা, খাবার রান্না করা, গোসল করা, ধোয়া-মোছা বা দাঁত ব্রাশ করা সময় আমরা পানি ব্যবহার করি। এসব কাজে এই দূষিত পানি ব্যবহার করলে আমরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হই। এভাবেই পানিবাহিত রোগ খুব সহজেই মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

<u>**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**</u>

১। পানিবাহিত রোগের দুইটি কারণ উল্লেখ কর ।

উত্তর: পানিবাহিত রোগের দুইটি কারণ হলো:
ক) দূষিত পানি পান করা ও রান্নায় ব্যবহার করা। খ) দূষিত পানি দ্বারা গোসল ও দাঁত ব্রাশ করা।

২। পানিবাহিত তিনটি রোগের নাম লেখ।

উত্তর: ক) ডায়রিয়া খ) কলেরা গ) আমাশয়।

৩। হাত ধোয়ার নিয়ম লেখ।

উত্তর: হাত ধোয়ার জন্য প্রথমে পরিষ্কার পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে সাবান মাখাতে হবে। ১৫-২০ সেকেন্ড হাত ঘষতে হবে। এরপর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে । হাত ধোয়ার পর কল বন্ধ করতে হবে এবং পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে হাত মুছে ফেলতে হবে।

৪। কিভাবে বাড়িতে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায়?

উত্তর: আধা লিটার নিরাপদ পানিতে এক চিমটি লবণ এবং এক মুঠো চিনি বা গুড় মিশিয়ে আমরা বাড়িতে খাবার স্যালাইন তৈরি করতে পারি।

সমাপ্ত